পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন

২০০৯-২০১৩

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপদেষ্টা

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদক

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সম্পাদনা সহযোগী

মোঃ আমিনুল ইসলাম খান, যুগ্মসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
প্রফেসর ড. আবদুল মান্নান, সদস্য (শিক্ষাক্রম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
সুবোধ চন্দ্র ঢালী, উপসচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়
স্বপন কুমার নাথ, প্রশিক্ষণ বিশেষজ্ঞ, জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি
মোঃ আখতারউজ-জামান, সিনিয়র সহকারী সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়

প্রচ্ছদ

শামসুল আলম

প্রকাশকাল

নভেম্বর, ২০১৫

প্রকাশক

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মুদ্রণ

কালার গ্রাফিক

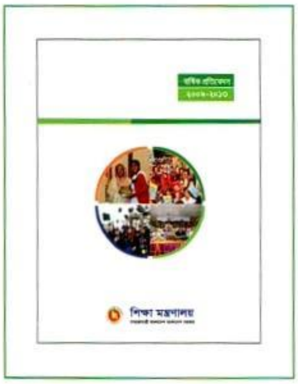

প্রসংগ কথা

নুরুল ইসলাম নাহিদ, এমপি
মন্ত্রী
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৮ সনের সাধারণ নির্বাচনে জনগণের ব্যাপক সমর্থন নিয়ে ২০০৯ সনের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহাজোট সরকার গঠন করে। এ নির্বাচনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দিনবদলের কর্মসূচি–ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেন। এর লক্ষ্য হলো- ক্ষুধা, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা ও দুর্নীতিমুক্ত, উন্নত ও সমৃদ্ধ আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণের লক্ষেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'রূপকল্প ২০২১' ঘোষণা করেছেন। এ রূপকল্পের আলোকে ২০০৯ সনে সরকার গঠনের পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রণীত হয় 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০'। বাংলাদেশে এই প্রথম সমাজের সকল স্তর, দল, মত ও সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের অভিমত, দৃষ্টিভংগি, আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই প্রণয়ন করা হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যেই শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, এ বিশাল কর্মযজ্ঞ বাস্তবায়নে দল-মত নির্বিশেষে সকল মানুষের অংশগ্রহণ জরুরি।

আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত, গতানুগতিক শিক্ষার পরিবর্তে বর্তমান যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ বিশ্বমানের শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও দক্ষতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ সম্পন্ন, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য।

২০১০ সন থেকে প্রতিবছর নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও বছরের প্রথম দিনে (১জানুয়ারি) শিক্ষার্থীদের কাছে বিনামূল্যে কোটি কোটি পাঠ্যপুস্তক বিতরণে আমরা বিশ্বে উদাহরণ সৃষ্টি করেছি। দীর্ঘদিন পর শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী পরিমার্জন করে নতুন পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছি। পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন, পাঠদান ও মানোন্নয়ন, মাদরাসা শিক্ষায় সংস্কার, মাদরাসা অধিদপ্তর, ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, উচ্চশিক্ষায় প্রণোদনা ও গবেষণার পরিবেশ সৃষ্টি, কারিগরি শিক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ, বিভিন্ন পর্যায়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ, তথ্য-প্রযুক্তি শিক্ষা এবং এর ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের বিশেষ প্রণোদনা, অবকাঠামোগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিক্ষা পরিবার কাজ করছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলেই শিক্ষাক্ষেত্রে গুণগত ও মাত্রাগত পরিবর্তন লক্ষণীয় এবং এসেছে শিক্ষা-ভাবনায় সাধারণ মানুষের চিন্তার পরিবর্তন। সরকারের আন্তরিকতা ও যুগোপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলেই বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এখন উন্নতমানের শিক্ষার স্বপ্ন দেখার শক্তি অর্জন করেছে। তবে এখানে আত্ম-সন্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই। আমাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাতে চাই। আমরা সকলের সাহায্য চাই। শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে আমাদের যেতে হবে বহুদূর।

আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটিও রয়েছে, তাই এখান থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছি। আমরা অব্যাহতভাবে নতুন নতুন উদ্যোগ ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছি। নানা প্রতিকূলতা ও বাধার মধ্যেও সীমিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে সামনে অগ্রসর হচ্ছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এই প্রথম বিরাট ও যুগান্তকারী উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। উন্নত দেশ গঠন এবং উন্নয়নের যে প্রক্রিয়া চলমান-এর মাধ্যমে আমাদের জাতির সামনে সম্ভাবনার নতুন দ্বার উম্মোচিত হয়েছে।

এই উন্নয়ন, আরও উন্নয়নের সম্ভাবনা এবং সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ার পাশাপাশি স্বাভাবিকভাবেই নতুন ও জটিল অনেক সমস্যা ওঠে এসেছে। এ সকল সমস্যা হচ্ছে উন্নয়নের সমস্যা, এমন কি বলা যেতে পারে কোনো ক্ষেত্রে তা উন্নয়নের 'বেদনা'।

অর্থনীতি, সমাজ, প্রকৃতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, নতুন জ্ঞানসহ সকলক্ষেত্রেই উন্নয়নের পাশাপাশি সমস্যা ও জটিলতা সৃষ্টি হয় বা চলমান থাকে। এ সকল সমস্যা-জটিলতা হয় আরও ব্যাপক ও গভীর। দায়িত্বশীল সকল মানুষকে তা উপলব্ধি করে নতুন সমস্যা ও জটিলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য উন্নয়নকর্মের পাশাপাশি সচেতন ও তৎপর থাকতে হয়। সুতরাং, বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃজনশীল উদ্যোগ অপরিহার্য।

যেহেতু সাধারণ মানুষ আপাতদৃষ্টিতে সমস্যা দেখেন সুতরাং তারা এটাকে ব্যর্থতা হিসেবে গণ্য করেন। তাই জনগণকেও এসব বিষয়ে সচেতন করতে হয়। তাদেরও চিন্তার পরিবর্তন প্রয়োজন। একইসংগে জনমত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য জনগণের কাছে সেভাবে বিষয়গুলো তুলে ধরা গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ।

উন্নয়নের জটিল প্রক্রিয়া উপলব্ধি ও এ-থেকে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবেলা ও সমাধান করা এবং জনগণকেও এ বিষয়ে সচেতন ও সম্পৃক্ত করা জরুরি। এ ধরনের বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলেরই উপলব্ধি এবং সচেতন থেকে কাজ করা কর্তব্য। আমাদের শিক্ষা পরিবারের দায়িত্বশীল সকল সদস্যের এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে কাজ করতে হবে। এ পরিবারের সকল সদস্য ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল মহলকে প্রস্তুত করতে হবে।

উদাহরণ হিসেবে যদি ধরা যায়-এখন পত্রিকায় অনেক ছবি প্রকাশিত হয়- 'গাছতলায় ক্লাস হচ্ছে'। কিন্তু কেন? শিক্ষার্থীর সংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে, ঝরে পড়া বিরাট সংখ্যায় কমেছে। বাস্তবতা হলো- স্বল্পসময়ে সর্বত্র অবকাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। পর্যায়ক্রমে তা হচ্ছে এবং উন্নত অবকাঠামো গড়ে ওঠলে অনেক সমস্যাই কেটে যাবে। কিন্তু সমস্যা শেষ হবে না, নতুন সমস্যা সামনে আসবে।

অন্য একটি উদাহরণ ধরা যাক, 'সৃজনশীল পদ্ধতি' সম্পর্কে। শিক্ষার্থীদের জানা, বোঝা, শেখা এবং তা পুরোপুরি আয়ত্ব করে প্রয়োগের দক্ষতা অর্জন করার লক্ষ্যে আমরা সৃজনশীল পদ্ধতি চালু করেছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষকদেরকেও এ পদ্ধতি নতুন করে শেখাতে হচ্ছে। আমাদের শেখানোর মত যথেষ্ট দক্ষ প্রশিক্ষক নেই। অল্প সময়ে প্রশিক্ষণ দিয়ে সব কিছু শিক্ষককে শেখানোও কঠিন। তাই প্রয়োগে যে সমস্যা তা তো সামনে আসবেই।

আরেকটি উদাহরণ ধরা যাক, আমরা ২৩,৩৩১টি প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাস চালু করেছি এবং যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সেখানেও এ ধরনের সমস্যা রয়েছে। এ রকম অনেক উদাহরণই দেওয়া যায়, যা উন্নয়নেরই সমস্যা। সুতরাং, অনেকের ধারণা হচ্ছে–শিক্ষায় আগের মত উন্নয়নের গতি সৃষ্টি করতে পারছি না। আমরা প্রতিদিনই নতুন নতুন উদ্যোগ নিচ্ছি এবং ইতিবাচক কাজ করছি ও প্রতিদিন সামনে এগুচ্ছি।

বিগত ৫ বছরে কম্পিউটার শিক্ষা, আইসিটির ব্যবহার, সকল ক্ষেত্রে তা প্রয়োগের অব্যাহত চেষ্টাসহ আমাদের সার্বিক কার্যক্রম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়েছে। কিন্তু লক্ষ করে দেখুন সাথে সাথে অনেক নতুন ও জটিল সমস্যাও তৈরি হয়েছে, যেসব আমরা সমাধান করে এগিয়ে যাচ্ছি। অগ্রগতি ও উন্নয়ন সৃষ্ট সমস্যা থাকাটাই স্বাভাবিক। এসব উন্নতির নতুন পর্যায়ের নতুন সমস্যা।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষায় যে যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, তা এখনও সচেতন মানুষের কাছে অজানা। নারী শিক্ষায় অগ্রগতি, মাধ্যমিক শিক্ষায় ছেলেমেয়ে সমতা অর্জন এবং উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত মেয়েদের অগ্রগতিতে আমাদের আর্থ-সামাজিক দৃষ্টিভংগি ও চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এই এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখতে হবে। তা হলেই আমাদের শিক্ষার মূল লক্ষ্য– নতুন প্রজন্মকে আধুনিক বাংলাদেশের নির্মাতা হিসেবে গড়ে তুলতে সক্ষম হবো। এক্ষেত্রে সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করাই হলো বড় চ্যালেঞ্জ। এটা রাতারাতি সম্ভব নয়। এটা হলো ধারাবাহিকভাবে একটি দীর্ঘ কর্মযজ্ঞের ফল। সে লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি।

শিক্ষকই হচ্ছেন শিক্ষার মূল ও নিয়ামক শক্তি। তাঁদের ওপর নির্ভর করছে আমাদের সাফল্যের অভিযাত্রা। আমরা শিক্ষকদের মর্যাদা, সম্মান এবং আর্থিক সমর্থন দানে সচেতন আছি। শিক্ষকরা আত্মনিবেদিত হয়ে আমাদের নতুন প্রজন্মকে গড়ে তোলার কাজে সর্বাত্মক ভূমিকা পালন করবেন, এটা জাতির প্রত্যাশা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পাদিত কার্যক্রমের বিবরণ সম্বলিত 'পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন' প্রকাশিত হচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, প্রতিবেদনের পরিধি বিবেচনায় সকল কাজের বিবরণ এতে সংযোজন করা সম্ভব হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এ-প্রতিবেদন প্রস্তুতে যাঁরা সহায়তা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদেরকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

ভূমিকা

মো. নজরুল ইসলাম খান
সচিব
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

শিক্ষা মন্ত্রণালয় ২০০৯-২০১৩ সময়পর্বে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ ও সম্পন্ন করেছে। আপনারা জানেন, ২০০৯ সনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মহাজোট সরকার গঠন করে। সরকার ঘোষিত 'রূপকল্প ২০২১' ও ডিজিটাল বাংলাদেশ নির্মাণে বিভিন্নমুখি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে এবং চলমান রয়েছে। এরই অংশ হিসেবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্ব ও আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলেই তা সম্ভব হচ্ছে। শুধু তা-ই নয় এ-মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন সংস্থাগুলোর বাস্তবায়িত কার্যক্রম দেশ ও আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

শিক্ষাক্ষেত্রে বড় সাফল্যের একটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণয়ন। এ-শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে উপকৃত হচ্ছে এ-দেশের সাধারণ মানুষ। এর নির্দেশনা অনুযায়ী নতুন করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি/সমমান পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেধাবৃত্তি, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, অনলাইনে ভর্তি, রেজিস্ট্রেশন, ফলাফল প্রকাশসহ সামগ্রিক কার্যক্রম শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাঝে শিক্ষা নিয়ে আগ্রহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধার জন্য পাঠ্যপুস্তকের ই-বুক ভার্সন তৈরি করে এনসিটিবির ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ডাইনামিক ওয়েবসাইট, ই-মেইল আইডি খোলার উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়নে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা গতিশীল হয়েছে। এখন সকল কার্যক্রম অনলাইনের মাধ্যমেই সম্পন্ন করার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার মানোন্নয়নের অংশ হিসেবে ডিজিটাল ক্লাসরুম, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানে ডিজিটাল কনটেন্ট ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তিতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের বিভিন্নমুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও সেকায়েপ, হেকেপ, সেসিপসহ বিভিন্ন প্রকল্পের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়িত হয়েছে দ্রুতগতিতে। কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ নজর দেওয়ার ফলে এসেছে পরিবর্তন, বৃদ্ধি পেয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

শিক্ষা পরিবারের অভিভাবক মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর নিরলস শ্রম, দিকনির্দেশনা ও প্রণোদনায় এসব কর্মকাণ্ড পরিচালিত ও সম্পন্ন হচ্ছে। ২০০৯-২০১৩ সময়পর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যেসব কাজ সম্পন্ন হয়েছে, সেসব কাজের বিবরণ এ-পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হলো। কার্যক্রমের বিশাল পরিধির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয়ই উপস্থাপন করা হয়েছে। এ প্রতিবেদন প্রস্তুতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও অন্যান্য যাঁরা শ্রম ও সময় দিয়েছেন, তাঁদের সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশাকরি এ-পঞ্চবার্ষিক প্রতিবেদন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য ও সমাদৃত হবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

যত দিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান
তত দিন রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান

-অন্নদাশঙ্কর রায়

'আমি আমার বাংলার মানুষকে ভালোবাসি। আমি বাংলার আকাশকে ভালোবাসি। আমি আমার বাংলার বাতাসকে ভালোবাসি। আমি বাংলার প্রত্যেক মানুষকে মনে করি আমার ভাই, মাকে মনে করি আমার মা, ছেলেকে মনে করি আমার ছেলে। এই বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে। একে গড়তে হবে। চাই ত্যাগ ও সাধনা। ত্যাগ এবং সাধনা ছাড়া এ দেশকে গড়া যাবে না।'

-বঙ্গবন্ধু

শিশুদের সঙ্গে জাতির জনক
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

২০১৩ সনের ৪ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৭তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখার্জীকে ডক্টর অব ল'জ ডিগ্রি প্রদান করেন

একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে চ্যান্সেলর ও মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ

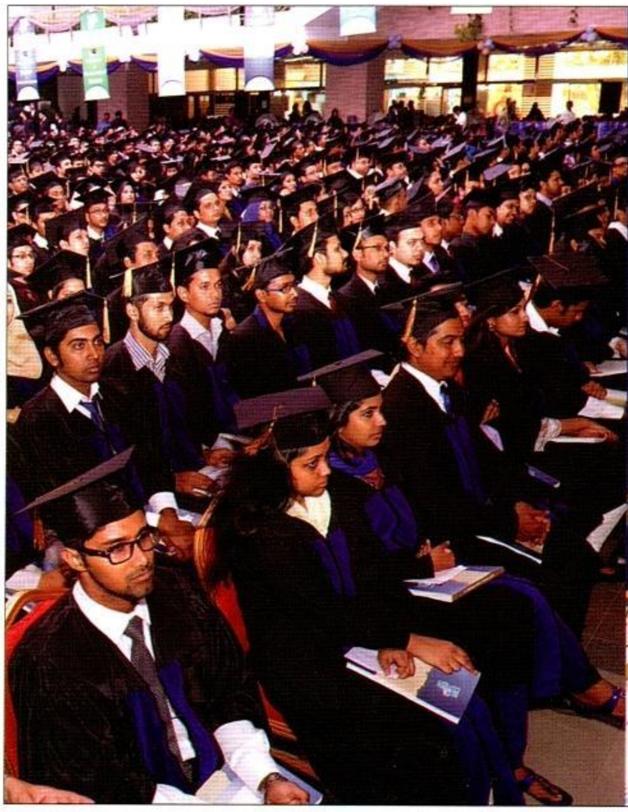

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

উন্নয়নের
পথ
প্রদর্শক

সূচিপত্র

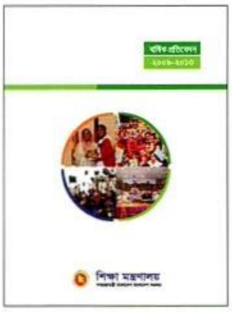

- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ১২
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি ১৩
- মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ ১৪
- শিক্ষা বিষয়ক আইন, নীতি, প্রবিধান, পরিপত্র ও পরিকল্পনা ১৫-১৬
- শিক্ষার প্রসার ও মনোন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ১৭-৩৩
- শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম ৩৪-৪০
- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ৪১-৪৩
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর ৪৪-৪৮
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ৪৯-৫১
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি ৫২-৫৫
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ৫৬-৫৯
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ৬০-৬৪
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ ৬৫
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ৬৬-৬৮
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ৬৯-৭১
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড ৭২-৭৩
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ৭৪-৭৫
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর ৭৬-৭৭
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো ৭৮-৭৯
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন ৮০-৮১
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৮২-৮৪
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি ৮৫
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড ৮৬
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট ৮৭
- শিক্ষা মন্ত্রণালয় : প্রকাশনা ৮৮

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

সাধারণ, বৃত্তিমূলক, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের সমন্বয়ে দেশের ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীকে দক্ষ, সুশিক্ষিত, বিজ্ঞানমনস্ক ও মূল্যবোধসমৃদ্ধ মানবসম্পদে পরিণত করা।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : পরিধি

প্রধান কার্যাবলি

১. জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর সুপারিশ বাস্তবায়ন;

২. মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, কারিগরি, মাদরাসা ও উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাপনা, পাঠ্যক্রম উন্নয়ন, প্রশাসনিক নীতি প্রণয়ন ও সংস্কার এবং সার্বিক মানোন্নয়ন;

৩. উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও নীতিমালা প্রণয়ন; উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;

৪. প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিনামূল্যে বিতরণ;

৫. বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান।

মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগসমূহ

- প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ
- উন্নয়ন অনুবিভাগ
- কলেজ অনুবিভাগ
- বিশ্ববিদ্যালয় অনুবিভাগ
- কারিগরি ও মাদরাসা অনুবিভাগ
- অডিট ও আইন অনুবিভাগ
- পরিকল্পনা অনুবিভাগ

মন্ত্রণালয়ের অধীন সংযুক্ত ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানসমূহ

- বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (UGC)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)]
- জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (NCTB)]
- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (NAEM)]
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (DTE)]
- শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (EED)]
- বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ [Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (NTRCA)]
- মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড [Board of Intermediate and Secondary Education (BISE)]
  (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Technical Education Board (BTEB)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (BMEB)]
- বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (BMTTI)]
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Inspection and Audit (DIA)]
- বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো [Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)]
- বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)]
- জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research (NACTR)]
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট [International Mother Language Institute (IMLI)]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড [Non-Government Teacher Employee Retirement Benefit Board]
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট [Non-Government Teacher-Employee Welfare Trust] ।

শিক্ষা বিষয়ক আইন, নীতি, প্রবিধান, পরিপত্র ও পরিকল্পনা

(১) জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ২০০৯ সনে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের সমন্বয়ে ও সকল শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধিদের অভিমতের ভিত্তিতে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' প্রণীত হয়। মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত এ শিক্ষানীতি শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। আগামী প্রজন্মকে দক্ষ, জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদ্ভাসিত এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন আলোকিত নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ -এর মূল লক্ষ্য। এর আলোকে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও পাঠদান পদ্ধতির উন্নয়নে প্রশিক্ষণ, তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার, অবকাঠামো উন্নয়নসহ শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনে সরকারের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

(২) শিক্ষা আইন

শিক্ষাক্ষেত্রে নীতি ও পদ্ধতি অনুসরণে আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকায় সৃষ্ট অসংগতি দূর ও ব্যবস্থাপনা আরও উন্নত করার জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে শিক্ষা আইন প্রণয়ন করা হচ্ছে। এ আইনের খসড়া প্রণয়ন, কর্মশালা ও অন্যান্য প্রক্রিয়ায় এ খসড়ার ওপর বিভিন্ন ব্যক্তির অভিমত গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা আইন প্রণয়ন এখন চূড়ান্তকরণ পর্যায়ে আছে।

(৩) কারিগরি শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১

সরকারের লক্ষ্য হলো আধুনিক, যুগোপযোগী ও প্রযুক্তি জ্ঞান সম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়ন। আধুনিক, দক্ষ ও বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে সরকার কাজ করে যাচ্ছে। ইতোমধ্যে দক্ষ জনবল তৈরির জন্য 'দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১' প্রণয়ন করা হয়েছে। এর আওতায় 'Skill Development Project ও Skill and Training Enhancement Project' নামে দু-টি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে;

- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১-এ বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো (NTVQF) বাস্তবায়নের জন্য 'Quality Assurance Manual' প্রণয়ন করা হয়েছে;
- বেসরকারি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রবিধানমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে;

জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন 'occupation'-এর ৫১টি স্টান্ডার্ড এবং Accreditation document প্রণীত ও অনুমোদিত হয়েছে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১

স্নাতক ও সমমান পর্যায়ের দরিদ্র ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের লক্ষ্যে 'প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট' ফান্ড গঠন করা হয়েছে এবং এ ট্রাস্ট ফান্ডে সিডমানি রাখা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া হ্রাসসহ অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন ২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৫) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জনবল কাঠামো নির্দেশিকা ২০১০

এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিয়োগ, বেতনভাতা, পদোন্নতি ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষক ও কর্মচারীদের বেতন ভাতাদির সরকারি অংশ প্রদান এবং জনবল কাঠামো সম্পর্কিত নির্দেশিকা ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৬) বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি প্রবিধান ২০০৯

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় কার্যকরভাবে পরিচালনায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি) প্রবিধান মালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৭) যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা

সরকারের ইতিবাচক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক উদ্যোগের ফলে নারী শিক্ষায় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ফলে, জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ন বেড়েছে। এর ফলে নির্ধারিত সময়সীমার আগে জাতিসংঘ ঘোষিত এমডিজি অর্জন সম্ভব হয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যৌন নিপীড়ন ও হয়রানি বন্ধে সামাজিক সংগঠন ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের অভিমতের আলোকে 'যৌন নিপীড়ন নিরোধ নীতিমালা' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(৮) উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত আইন

- উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' 'ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১৩' মহান জাতীয় সংসদে অনুমোদিত হয়েছে। তা ছাড়া আরও ৫টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া প্রস্তুতির কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০ এর ধারা ৪(৯)এ **মুক্তিযোদ্ধাদের সন্তান এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য শতকরা ৬ ভাগ আসন সংরক্ষণ এবং তাদের জন্য টিউশন ও অন্যান্য ফি ব্যতীত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে**। এ আইনের আলোকে উচ্চশিক্ষার মান উন্নীতকরণসহ উচ্চশিক্ষার ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ সম্ভব হবে। উক্ত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা, মান নিয়ন্ত্রণ, Cross-border Higher Education সহ সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি বিবেচনা করা হয়েছে;
- উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি)কে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছে;
- বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা সংক্রান্ত বিধিমালা ২০১৩ প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- উচ্চশিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য Accreditation Council গঠনের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে;
- উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে গবেষণার জন্য সার্ক ফেলোশিপ, রোকেয়া চেয়ার ও ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২

অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উক্ত কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

(১০) বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) বিধিমালা

- এমপিও (MPO) নির্দেশিকা অনুসরণে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রত্যয়ন বিধিমালা ২০০৬ এর কতিপয় বিধি সংশোধন করে সময়োপযোগী করা হয়েছে। বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কতৃপক্ষ (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) চাকরি প্রবিধানমালা ২০০৯ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- এনটিআরসিএ'র সনদের ৫ (পাঁচ) বছর মেয়াদ বিলুপ্ত করে চাকরিযোগ্য বয়সসীমা পর্যন্ত কার্যকর করা হয়েছে। এ বিষয়টি এনটিআরসিএ কর্তৃক পূর্বে গৃহীত সকল শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের প্রদত্ত সনদপত্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য করা হয়েছে;
- স্কুল পর্যায়ে আরও একটি নতুন বিষয় (পালি) অন্তর্ভুক্ত করে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে যা ৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১২ হতে কার্যকর হয়েছে।

(১১) মাতৃত্বজনিত ছুটি সংশোধনী ২০১১

মাতৃত্বকালীন ছুটি বিধি সংশোধন করে ০৪ (চার) মাসের পরিবর্তে ০৬ (ছয়) মাসে উন্নীত করা হয়েছে।

(১২) কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন গঠন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর নির্দেশনা অনুসারে কওমি মাদরাসার শিক্ষা ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদানের বিষয় এবং কওমি মাদরাসা শিক্ষা সনদের সরকারি স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে সুপারিশমালা প্রণয়নের জন্য 'বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা কমিশন' গঠন করা হয়েছে এবং এই কমিশন ইতোমধ্যে সুপারিশ দাখিল করেছে;

মাদরাসা পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা কমিটি সংক্রান্ত প্রবিধানমালা প্রণয়ন

মাদরাসাগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য একটি আধুনিক, যুগোপযোগী প্রবিধানমালা ২০০৯ প্রণয়ন ও এর আলোকে মাদরাসার গভর্নিং বডি ও ম্যানেজিং কমিটি গঠনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এ ছাড়া আদালতের আদেশে সংবিধানের ৫ম সংশোধনী বাতিল হওয়ায় মাদরাসা শিক্ষা অধ্যাদেশ ১৯৭৮, জাতীয় সংসদ কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়েছে।

শিক্ষার প্রসার ও মানোন্নয়নে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন

শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন জাতীয় কমিটির চেয়ারপারসন জাতীয় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর হাতে শিক্ষানীতি ২০১০ তুলে দিচ্ছেন। এ সময় শিক্ষা সচিব সৈয়দ আতাউর রহমান ও শিক্ষাবিদ ড. কাজী খলীকুজ্জামান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নেতৃত্বাধীন সরকার দায়িত্ব গ্রহণের পর ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ সৃষ্টি এবং ঝরেপড়া কমানোর লক্ষ্যে ২০১০ সন থেকে প্রতিবছর ১ জানুয়ারি প্রথম শ্রেণি থেকে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছে। বিনামূল্যে কোটি কোটি বই বিতরণে বাংলাদেশ বিশ্বের কাছে এক বিস্ময়কর ও ঈর্ষণীয় উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। সকল শিক্ষার্থীর কাছে বই পৌঁছে দেওয়া সরকারের এক অনন্য সাফল্য।

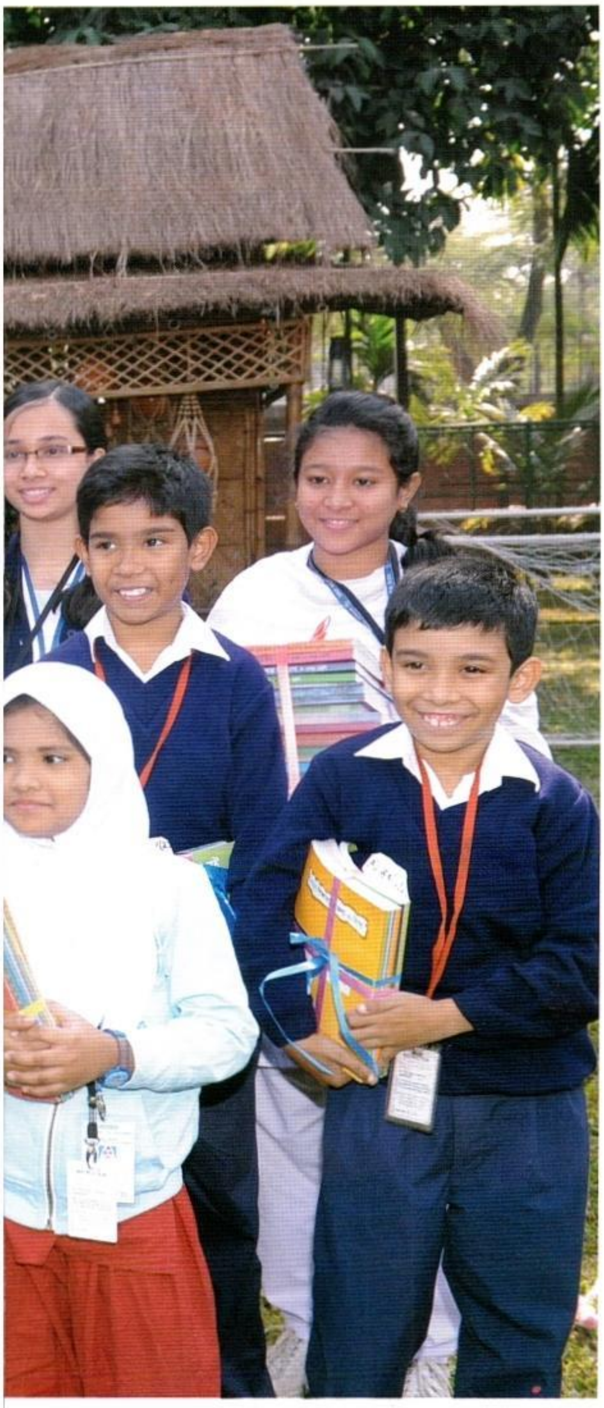

পাঠ্যপুস্তক দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিক্ষার্থীদের হাতে পাঠ্যপুস্তক তুলে দেন

ENGLISH FOR TODAY
Class 2
ENGLISH FOR TODAY
Class 3
প্রাথমিক গণিত
চতুর্থ শ্রেণি
ENGLISH FOR TODAY
Class 2
ENGLISH FOR TODAY
Class 2

বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক হাতে উল্লসিত শিক্ষার্থীরা

পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষার্থীদের সাথে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

পাঠ্যপুস্তকে ইতিহাস বিকৃতি রোধ

অতীতে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করা হয়েছিল। শিক্ষা মন্ত্রণালয় পাঠ্যপুস্তকে এ ইতিহাস বিকৃতিরোধে খ্যাতনামা ইতিহাসবিদদের নিয়ে পাঠ্যপুস্তকে বিদ্যমান ইতিহাস বিকৃতি সংশোধন করে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান সন্নিবেশ ও সংযোজনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৭১ সনের ৭ মার্চ প্রদত্ত জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ১০ এপ্রিল জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র ৮ম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু

মুখস্থ নির্ভর, অনির্ভরযোগ্য এবং যুগের সাথে সামঞ্জস্যহীন পাবলিক পরীক্ষার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান (knowledge), অনুধাবন (understanding), প্রয়োগ (application), বিশ্লেষণ (analysis), সংশ্লেষণ (synthesis) ও মূল্যায়ন (evaluation) দক্ষতা যাচাই করতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা চালু করা হয়েছে। নোট-গাইড বই নির্ভর শিক্ষার পরিবর্তে মূল পাঠ্যবই নির্ভর পাঠ্যক্রমকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য পাঠদান পদ্ধতিতেও গুণগত পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং পরীক্ষা বা মূল্যায়ন পদ্ধতির আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ২০১০ সন থেকে প্রবর্তিত এ মূল্যায়ন পদ্ধতি ফলপ্রসূ এবং এ পদ্ধতি ক্রমশ আরও যুগোপযোগী, আধুনিকায়নের প্রক্রিয়া চলমান আছে। এর ফলে পরীক্ষায় ভালো ফলাফল ও শিক্ষার মান ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

শিক্ষা-সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে উপবৃত্তি প্রদান

অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ বঞ্চিত দরিদ্র অথচ মেধাবী শিক্ষার্থীদের ঝরেপড়া কমানো ও শিক্ষা গ্রহণের পথ সুগম করার লক্ষ্যে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে বৃত্তি প্রদানের জন্য একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সনের ২০ এপ্রিল তারিখে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়কে স্বহস্তে লিখিত নির্দেশ প্রদান করেন। এ আলোকে ২০১২ সনের ১১ মার্চ মহান জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট বিল পাশ ও ট্রাস্ট বোর্ড গঠিত হয়। ২০১১-২০১২ অর্থবছরের বাজেটে এ ট্রাস্টের জন্য সিডমানি হিসেবে ১০০০ কোটি টাকা প্রদান করা হয়। ২০১২-১৩ অর্থবছরের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ১,২৯,৮১০ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৭২.১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। বাংলাদেশের ইতিহাসে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের মধ্যে এটিই প্রথম উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম।

২০১৩ সনে শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের উদ্বোধনী দিনে স্নাতক (পাস) শিক্ষার্থীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপবৃত্তির চেক হস্তান্তর

মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন

উদার ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন, সহনশীল ও আধুনিক মানুষ গড়ার লক্ষ্যে মাদরাসা শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ফর মাদরাসা এডুকেশন প্রকল্পের আওতায় ১০০টি মাদরাসায় ভোকেশনাল শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে এবং সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ মাদরাসা শিক্ষায় বিজ্ঞান ও কম্পিউটার শাখা চালু করা হয়েছে। এখন মাদরাসা শিক্ষার শিক্ষার্থীরা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানসহ উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান তথা সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধা দূরীকরণ

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে সমান নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে;

- মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থায় বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ৩১টি সিনিয়র মাদরাসায় ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু করা হয়েছে;
- মাদরাসা শিক্ষার আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি)-এর অনুদান সহায়তায় সারাদেশে ৯৫টি বেসরকারি মাদরাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, আসবাবপত্র সরবরাহের লক্ষ্যে মোট ১০০.৮৭ কোটি টাকার 'এনহ্যান্সিং দ্যা লার্নিং এনভায়রনমেন্ট অব সিলেক্টেড মাদরাসা ইন বাংলাদেশ' শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে;
- সারাদেশে মাদরাসায় ১০০০ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে ব্যয় হয়েছে ৭৩৮ কোটি টাকা;
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট-এর সহায়তায় ৩৫টি মডেল মাদরাসায় প্রযুক্তিগত শিক্ষা প্রসারের লক্ষ্যে বিজ্ঞান ও কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম শুরু হয়েছে;
- মাদরাসায় ৫ম ও ৮ম শ্রেণির বৃত্তির অনুরূপ বৃত্তি চালু করা হয়েছে;
- সাধারণ শিক্ষার মতো মাদরাসা শিক্ষায় ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষা, জেডিসি পরীক্ষা সারাদেশে একই সময় গ্রহণ এবং একই সময় অনলাইনে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে;
- গাজীপুরে বোর্ড বাজারস্থ বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে (বিএমটিটিআই) এই প্রথম একবছর মেয়াদি ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স চালু করা হয়েছে। এর আগে ইসলাম ধর্মীয় শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর কোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ ছিল না।
- মাদরাসা শিক্ষকদের বেতন ভাতা সাধারণ ধারার শিক্ষকদের সমান করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে মাদরাসা শিক্ষকদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

- শিক্ষার মানোন্নয়ন, কর্মক্ষেত্র তৈরি, বিশ্বমানের শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে ৩১৭২টি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে;
- বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি প্রক্রিয়া মোবাইল ফোনে এসএমএস এর মাধ্যমে, অনলাইনে সম্পন্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তি সম্পৃক্ত করে একটি দক্ষ ও যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার সকল স্তরকে সম্পৃক্ত করে ICT in Education Master Plan প্রণয়ন করা হয়েছে;
- শিক্ষা বোর্ডসমূহের আওতায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট তৈরি করা হয়েছে।

মাল্টিমিডিয়া কাসরুম প্রতিষ্ঠা

- সারাদেশে 'আইসিটি ফর এডুকেশন ইন সেকেন্ডারি এন্ড হায়ার সেকেন্ডারি লেভেল' প্রকল্পের মাধ্যমে ২০,৫০০টি (১৩,৭০০ মাধ্যমিক স্কুল, ৫,২০০ মাদরাসা, ১,৬০০ কলেজ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ, স্পিকার, ইন্টারনেট মডেম ও প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে;

মাল্টিমিডিয়া শ্রেণিকক্ষে পাঠদান

- জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ৫টি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, একটি মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, নেকটার এবং ১৪টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ৪০০জন শিক্ষক-প্রশিক্ষককে ডিজিটাল কনটেন্ট ও মাল্টিমিডিয়া শ্রেণি কার্যক্রম বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করে একটি Resource Pool তৈরি করা হয়েছে। এ Resource Pool দ্বারা ২০,৫০০জন মাধ্যমিক শিক্ষককে মাল্টিমিডিয়া শ্রেণি কার্যক্রমের জন্য ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়;
- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের a2i প্রোগ্রাম এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম এবং ডিজিটাল কনটেন্ট বিষয়ে ১৫০০ জন শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান এবং শিক্ষা কর্মকর্তাকে orientation প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষক বাতায়ন

- a2i ও ব্রিটিশ কাউন্সিলের সহায়তায় শিক্ষকদের তৈরি ডিজিটাল কন্টেন্ট শেয়ারিং এর জন্য শিক্ষক বাতায়ন নামে একটি কন্টেন্ট পোর্টাল (www.teachers.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। এ পোর্টালের মাধ্যমে শিক্ষক-প্রশিক্ষকদের ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির ক্ষেত্রে জ্ঞান বিনিময় (Knowledge Sharing)-এর সুযোগ প্রসারিত হয়েছে।
- জেলা সদরে অবস্থিত ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়নে কম্পিটার ল্যাব স্থাপন প্রক্রিয়া চলমান আছে।
- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন 'টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন (TQI-SEP) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৪টি টিটিসি, ৫টি এইচএসটিটিআই ও ১টি বিএমটিটিআই-এ কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP)-এর আওতায় ২০টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৩৫টি মাদরাসায় আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।
- জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ১০০ মডেল বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।

১০০ মডেল বিদ্যালয়ে কম্পিউটার বিতরণ

- বিজ্ঞান শিক্ষা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রসারের লক্ষ্যে ১৭টি মাইক্রোবাসের মোবাইল ল্যাবরেটরি চালু করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় উদ্বুদ্ধকরণে মোবাইল ল্যাবরেটরি

শিক্ষক প্রশিক্ষণ

শিক্ষার মানোন্নয়ন, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্বখাতে ও বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। এ ধারাবাহিকতায় উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (এইচএসটিটিআই), জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম), ব্যানবেইস, শিক্ষা বোর্ডসমূহ, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের টিকিউআই-II প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে মালয়েশিয়া, ফিলিপাইন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডাসহ বিভিন্ন দেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে;

- ৯,১৫,৭৭৮ জন শিক্ষককে কম্পিউটার, ইংরেজি, গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট** (এসইএসডিপি)-এর মাধ্যমে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির ওপর মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে সাধারণ ও মাদরাসা শিক্ষার ৪,৫৩,৮৬৩ জন শিক্ষক-কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৩,৬৫৯ জন শিক্ষককে স্কুল বেজ অ্যাসেসমেন্ট (এসবিএ) এবং পারফরমেন্স বেজ ম্যানেজমেন্ট (পিবিএম) বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **টিচিং কোয়ালিটি ইম্প্রুভমেন্ট ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন** (টিকিউআই-II) প্রকল্পের মাধ্যমে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষক, মাদরাসা শিক্ষক, জেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের বিভিন্ন মেয়াদে ৫,৪৩,৭৮৪ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।
- দেশে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে উন্নততর শিক্ষা প্রদানের জন্য রাঙ্গামাটি এবং পটুয়াখালী জেলায় প্রাথমিকভাবে ২,১৪২ জনকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সরকারি বিদ্যালয়ের ১৪,৫৩৪ জন শিক্ষককে বিএড ডিগ্রি গ্রহণের জন্য অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- **ইউনিসেফ** এর আর্থিক সহায়তায় মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মাধ্যমে ২০টি জেলার প্রায় ১৭ হাজার মাধ্যমিক শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- **তথ্যপ্রযুক্তি** বিষয়ে ২০,৫০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের মান সম্মত শিক্ষা অর্জনের কৌশল হিসেবে কঠিন বিষয়গুলিতে **সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহ্যান্সমেন্ট প্রজেক্ট** (সেকায়েপ) এর আওতায় সারা দেশে গণিত ও ইংরেজি বিষয়ে স্কুল ও মাদরাসার ৫৭,১৩৬ জন শিক্ষককে দুই পর্যায়ে ১৮ দিনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষকগণ গণিত বিষয়ে ৬,৫৭,২২৫টি ও ইংরেজি বিষয়ে ৬,৫৯,৯২৫টি অতিরিক্ত ক্লাস নিয়েছেন, এসএসসির ফলাফলে যা ইতিবাচক প্রভাব রেখেছে।
- বিদেশি ভাষা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্প-২ এর মাধ্যমে ২০০০ জনকে ইংরেজি, আরবি ও কোরিয়ান ভাষায় ৩ মাসের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার

- রূপকল্প ২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০২১ সনের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করা। এজন্য প্রয়োজন দক্ষ প্রজন্ম। আধুনিক, দক্ষ মানবসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকার কারিগরি শিক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছে। কারিগরি শিক্ষার প্রসার ও উন্নয়নে ইতোমধ্যে 'Skills Development Project ' ও 'Skill and Training Enhancement Project' শীর্ষক ০২টি প্রকল্পের আওতায় এ যাবৎ ৩৬০০ TVET শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ৩২০০০জন শিক্ষার্থীকে ৮০০.০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে ডাবল শিফট চালু করা হয়েছে।
- কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারি এবং বেসরকারি কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহে বিভিন্ন বিষয়ে পাঠরত শিক্ষার্থীর মোট সংখ্যা ৭,৬৯,৬২৩ জন।

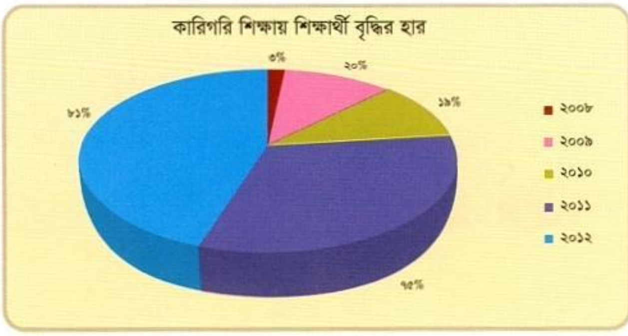

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- কারিগরি শিক্ষাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাক্রম আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন স্তরে ৯০৭৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।
- কারিগরি শিক্ষাবোর্ড কর্তৃক পরিচালিত ভোকেশনাল কোর্স মিলিয়ে মোট ৭৯৫টি নতুন কারিগরি প্রতিষ্ঠান খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।
- চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও মৌলভীবাজারে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ার পর পাঠদান শুরু হয়েছে। সিলেট ও বরিশালে বিভাগীয় সদরে ০২টি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও দেশের প্রতিটি উপজেলায় ০১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপন কার্যক্রমের আওতায় প্রথম পর্যায়ে ১০০টি উপজেলায় ১০০টি টেকনিক্যাল স্কুল স্থাপনের জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

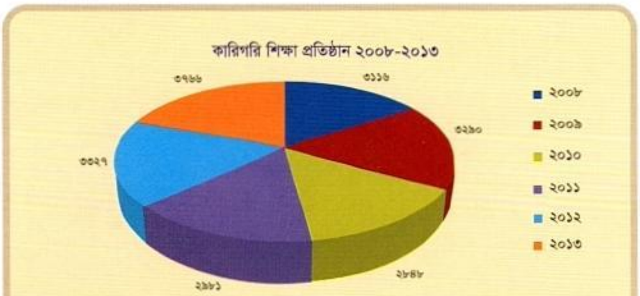

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসইএসডিপি), সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (সেকায়েপ), সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (এসইএসপি) ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প এবং স্নাতক (পাস) ও সমমানের জন্য উপবৃত্তি প্রকল্প চালু রয়েছে। এ সব প্রকল্প থেকে ২০০৯-২০১০, ২০১০-২০১১, ২০১১-২০১২, ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ১৪৭৮৮০৫৩ জন শিক্ষার্থীকে ২৪৬৮ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষার প্রসার

- বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে তাঁর স্মৃতিধন্য একটি স্থানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

জেন্ডার সমতা

রাষ্ট্র ও সমাজের উন্নয়নে নারীর ক্ষমতায়ন ও অংশগ্রহণের বিকল্প নেই। সরকারের যুগোপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে নারী শিক্ষায় কাম্য অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বাস্তবায়নে অন্যতম কর্মসূচি হলো বিনামূল্যে বই বিতরণ ও ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান। এ ছাড়া যুগোপযোগী বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রীদের ভর্তির হার বৃদ্ধি পেয়ে ৫৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ফলে, শিক্ষাক্ষেত্রে জেন্ডার সমতায় এমডিজি অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

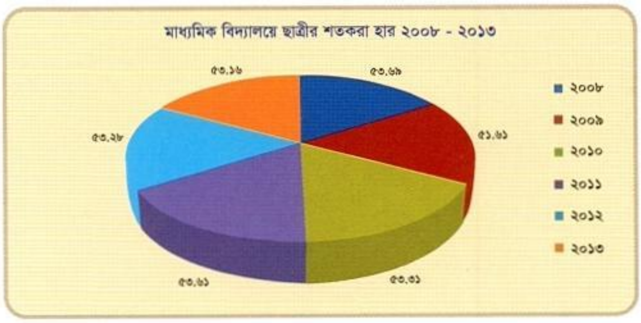

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন, পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও বিতরণ

শিক্ষাক্রমকে যুগোপযোগী করে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে নতুন শিক্ষাক্রমে ১১১টি নতুন বই লেখা হয়েছে এবং নতুন বইসমূহ প্রাক-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, মাদরাসা ও কারিগরিসহ সকল ধারার শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। যুগের চাহিদা বিবেচনায় রেখে ICT শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এ ছাড়া কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি এবং সমাজবিষয়ক বইয়ের আধুনিক সংস্করণ 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' নামে বই প্রস্তুত করা হয়েছে। স্নাতক স্তরে ইতিহাস বিষয়ে ১০০ নম্বরের কোর্স বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

যৌন নিপীড়ন প্রতিরোধ

যৌন নিপীড়ন নিরোধ নিতিমালা প্রণয়ন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করতে শিক্ষক, অভিভাবক শিক্ষার্থীসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে প্রতিরোধ কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ছাড়াও এ বিষয়ে সভা-সমাবেশ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে শিক্ষা মন্ত্রণালয় আয়োজিত সেমিনার

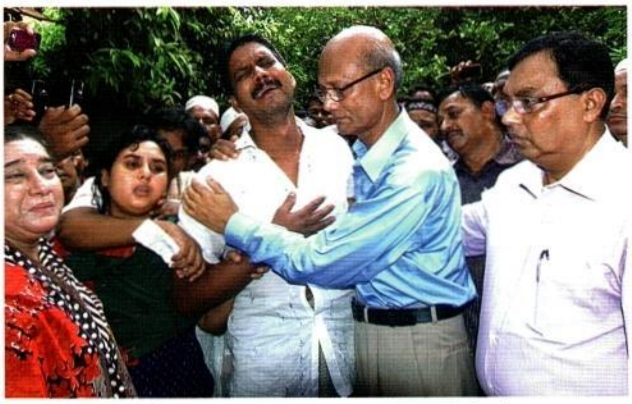

মুন্সিগঞ্জে যৌন নিপীড়নের শিকার ও নিহত স্কুল শিক্ষার্থী সিনথিয়ার শোকাহত মা বাবাকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়নে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নের জন্য সরকার ও বিশ্বব্যাংক-এর যৌথ অর্থায়নে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রায় ২০৬৫ কোটি টাকার উচ্চশিক্ষায় মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP)-এর আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে হাইস্পিড ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান এবং পরস্পরের সাথে যুক্ত করে বাংলাদেশ রিসার্চ এন্ড এডুকেশন নেটওয়ার্ক (BDREN) স্থাপন করা হচ্ছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নে দেশের প্রথিতযশা শিক্ষাবিদদের সাথে মতবিনিময় সভায় মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা জ্ঞানের বিশ্বভাণ্ডারের সাথে যুক্ত হচ্ছে। BDREN, Trans Asian Education Network (TAEN-III) এবং এ জাতীয় অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক শিক্ষা নেটওয়ার্ক এর সাথে যুক্ত থাকছে। ফলে জ্ঞানভাণ্ডারের দরজা বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত হয়েছে।

ধর্মীয় শিক্ষা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা

শিক্ষার্থীদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ অর্জনের জন্য শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তকের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এ-লক্ষ্যে তৃতীয় থেকে ১০ম শ্রেণির ধর্ম বিষয়ের সাথে নৈতিক শিক্ষা যুক্ত করে ২০১৩ সনে পাঠ্য বইয়ের নাম দেওয়া হয়েছে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা'। এতে ধর্ম শিক্ষার পাশাপাশি বাস্তব জীবনে নৈতিক শিক্ষা প্রয়োগে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলা হয়েছে।

- বাংলাদেশ টেলিভিশন (বিটিভি) এর মাধ্যমে দেশের সেরা বিদ্যালয়ের পাঠদান কার্যক্রম সম্প্রচার করা হচ্ছে। যাতে পশ্চাৎপদ এলাকার শিক্ষকগণ উন্নত পাঠদান পদ্ধতি সম্পর্কে বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারেন।

- সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে দেশের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম সপ্তাহে তিন দিন সকাল ৯.১০ মি. থেকে ১০.০০ মি. পর্যন্ত বিটিভি-র মাধ্যমে প্রচার করা হচ্ছে। এতে শিক্ষার্থীরা দেশের সেরা শিক্ষকদের পাঠদান অবলোকনের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পাচ্ছে এবং শিক্ষকদেরও দক্ষতা বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের জন্য দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা (মিড ডে মিল)

স্থানীয় প্রশাসন, বেসরকারি বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি, বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ও স্বচ্ছল অভিভাবকগণের সহায়তায় অনেকগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুপুরের খাবার সরবরাহের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

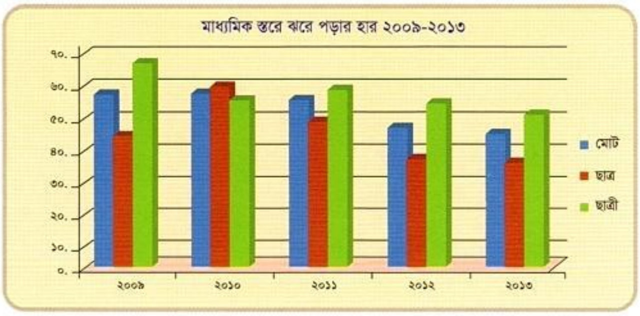

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারসহ যৌক্তিক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে ঝরে পড়ার হার কমেছে।

রকার
সরকা

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ

দেশের প্রান্তিক পর্যায়ে অনাদরে অবহেলায় ছড়িয়ে থাকা অনন্য সাধারণ মেধা (Extraordinary Talent) অন্বেষণের লক্ষ্যে এবং শহর ও গ্রামের শিক্ষা বৈষম্য নিরসনে দেশব্যাপী সৃজনশীল মেধা অনুসন্ধানে সরকার সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। 'সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ নীতিমালা ২০১২' অনুযায়ী উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় পর্যায় এবং ঢাকা মহানগরী থেকে বাছাইকৃত প্রতিযোগীর মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে প্রায় সাত হাজার সেরা মেধাবীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

বিভাগীয় পর্যায়ে বিজয়ীদের মধ্য থেকে জাতীয় পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে ২০১৩ সনের সেরা সৃজনশীল মেধাবী হিসেবে ১২ জনকে নির্বাচিত করা হয়েছে। ২০১৩ সনের ২৩ এপ্রিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিজয়ীদের প্রত্যেককে সনদ এবং নগদ এক লক্ষ টাকা পুরস্কার প্রদান করেন।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ২০১৩-এ জাতীয় পর্যায়ে সেরা মেধাবীকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মেডেল ও একলক্ষ টাকার চেক প্রদান করেন।

সৃজনশীল মেধা অন্বেষ
জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত সেরা মেধাবীদের পু
শেখ হাসিনা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাত
ইসলাম নাহিদ এমপি, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, গণপ্রজা

জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত মেধাবীদের পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, সাবেক শিক্ষা সচিব, যুগ্ম সচিব ও মাউশি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কার্যক্রম

বেসরকারি কলেজ ও বিদ্যালয় জাতীয়করণ

শিক্ষার প্রসারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সনের জাতীয় নির্বাচনের ইশতেহারে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বেসরকারি কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ জাতীয়করণ প্রক্রিয়া অব্যাহত আছে। এসব কলেজ জাতীয়করণের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচনি অংগীকার বাস্তবায়ন করা হয়েছে। ২০০৯ সন হতে ২০১৩ সন পর্যন্ত নিম্নোক্ত ১৮টি বেসরকারি কলেজ ও ৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ করা হয়।

জাতীয়করণকৃত কলেজের নাম

- খাগড়াছড়ি মহিলা কলেজ, খাগড়াছড়ি
- বান্দরবান মহিলা কলেজ, বান্দরবান
- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
- বীরশ্রেষ্ঠ আব্দুর রউফ ডিগ্রি কলেজ, মধুখালী, ফরিদপুর
- মুজিবনগর ডিগ্রি কলেজ, মুজিবনগর, মেহেরপুর
- এলবিকে ডিগ্রি কলেজ, দাকোপ, খুলনা
- হাজী আব্দুল আজিজ খান ডিগ্রি মহাবিদ্যালয়, মদন, নেত্রকোনা
- বীরশ্রেষ্ঠ শহিদ হামিদুর রহমান কলেজ, ঝিনাইদহ
- জিল্লুর রহমান মহিলা কলেজ, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ
- বঙ্গবন্ধু কলেজ, রূপসা, খুলনা
- হাজী মুহম্মদ মহসিন কলেজ, খুলনা
- বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ ডিগ্রি কলেজ, শার্শা, যশোর
- শ্যামনগর মহসিন ডিগ্রি কলেজ, শ্যামনগর, সাতক্ষীরা
- শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব মহিলা মহাবিদ্যালয়, টাঙ্গাইল
- ইব্রাহীম খাঁ কলেজ, টাঙ্গাইল
- লোহাগড়া আদর্শ মহাবিদ্যালয়, লোহাগড়া, নড়াইল
- চরফ্যাসন কলেজ, ভোলা
- নগরকান্দা মহাবিদ্যালয়, নগরকান্দা, ফরিদপুর

জাতীয়করণকৃত বিদ্যালয়ের নাম

- আজিমপুর গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা
- বঙ্গবন্ধু স্মৃতি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ
- দহগ্রাম উচ্চবিদ্যালয়, পাটগ্রাম, লালমনিরহাট।

Signing of
Memorandum of Understanding

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারি
শিক্ষক-কর্মচারিদের অবসরকালীন পে
উদ্বোধন করবেন : মাননীয়
যৌথ আয়োজনে:
শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও সাপোর্ট টু ডিজিটাল বাংলাদেশ (এটুআই) প্রোগ্রাম, প্র

অবসর সুবিধা ও কল্যাণভাতা

বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের সরকারের সময়ে বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানে অনলাইন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। ফলে কমেছে ঘুষ-দুর্নীতিসহ নানা ধরনের হয়রানি।

২০১২ সনের ৬ মার্চ বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের পেনশন ও কল্যাণভাতা প্রদানে অনলাইন ব্যবস্থাপনা উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক
মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক/
চেক বিতরণ
ঃ জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি, মাননীয় মন্ত্রী,
ঃ প্রফেসর মোঃ নোমান
মাননীয় মহাপরিচালক
ঃ ড. কামাল আব্দুল
মাননীয় সচিব, শিক্ষা
স্থান ঃ 'কবি
কামাল মিল

- অসুস্থ, হজ্বযাত্রী, তীর্থযাত্রী, মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক-কর্মচারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অবসর ও কল্যাণভাতা প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'চেকের পিছনে শিক্ষক নয়, শিক্ষকের পিছনে চেক ছুটবে' নীতি চালু করা হয়েছে।

অবসর সুবিধা বোর্ডের উদ্যোগে মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীদের চেক প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি ও সাবেক শিক্ষা সচিব।

বাড়িভাড়া ও চিকিৎসা ভাতা

১৯৮৪ সনের ১ জানুয়ারি তারিখ থেকে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়িভাড়া ১০০ টাকা, চিকিৎসা ভাতা ৬০ টাকা এবং ২০০৬ সনে বাড়িভাড়া ১০০ টাকা ও চিকিৎসা ভাতা ১৫০ টাকা হারে প্রদান করা হতো। মহাজোট সরকারের সময়ে ২০১৩ সনের ১ জানুয়ারি তারিখ থেকে বাড়িভাড়া ৫ গুণ এবং চিকিৎসা ভাতা ৩ গুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

বিভিন্ন দেশের সাথে শিক্ষাক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর

- বাংলাদেশ ও বেলারুশের মধ্যে উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক একটি সমঝোতা স্মারক (Memorandum of Understanding) ২০১২ সনের ১২ নভেম্বর স্বাক্ষরিত হয়;
- ২০১৩ সনের ১৫ জানুয়ারি বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বিষয়ক সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- ২০১৩ সনের ১৪ নভেম্বর বাংলাদেশ ও সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ দি ইউরোপিয়ান অরগানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সার্ন)-এর সাথে পেশাগত প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এক্সপ্রেশন অব ইন্টারেস্ট (ইওআই) স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- মাইক্রোসফট-এর Partners in Learning (PiL) Program এর আওতায় শিক্ষকদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে মাইক্রোসফট -এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে।

মাইক্রোসফট-এর সাথে MoU-তে স্বাক্ষর করছেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, উপস্থিত ছিলেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও সাবেক শিক্ষা সচিব।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন [University Grants Commission (UGC)]

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার চাহিদা নিরূপণসহ উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের বিভাগ, ইনস্টিটিউট ও অন্যান্য অধিভুক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম মূল্যায়ন করে থাকে। তা ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক চাহিদা নির্ধারণ করে শিক্ষা মন্ত্রণালয় হতে তহবিল গ্রহণ এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ, উন্নয়ন খাতে চাহিদা ও সার্বিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে অনুদান বরাদ্দ করে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে উল্লসিত শিক্ষার্থীরা

উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়ন ২০০৯-২০১৩

- ১০টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ২৭ থেকে ৩৭-এ উন্নীত হয়েছে;
- ৪টি নতুন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- নতুন 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০' প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
- ২৬টি নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদন এবং এর ফলে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫২ থেকে ৭৮-এ উন্নীত;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী সংখ্যা ১৭ লক্ষ থেকে ২৬ লক্ষে উন্নীত;
- উচ্চশিক্ষার মান নিশ্চিতকরণে ইউজিসিকে উচ্চশিক্ষা কমিশনে রূপান্তরের লক্ষ্যে আইনের খসড়া চূড়ান্তকরণ;
- উচ্চশিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিতকরণ এবং আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে Accreditation Council গঠন প্রক্রিয়াধীন;
- উচ্চশিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্দ ৮৯৬ কোটি ২৬ লক্ষ থেকে ২,১১৯ কোটি ৮৬ লক্ষতে উন্নীত করা হয়েছে;
- বাংলাদেশে টেক্সটাইল এবং গার্মেন্টস শিল্পে সমৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় গবেষণা কার্যক্রম ও উচ্চশিক্ষা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ কলেজ অব টেক্সটাইল টেকনোলজিকে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব টেক্সটাইলে রূপান্তর করা হয়েছে।

গবেষণা ও উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি :

- জিওবি খাতে ১৮৭৪.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৮টি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১০৮৬ কোটি টাকার আরও ৩১টি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন;
- ইউএসডিএ (**USDA**) ও জাইকা (**JICA**)র অর্থানুকূল্যে ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৬টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন;
- শিক্ষাব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার লক্ষ্যে ইউজিসি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল বাংলাদেশ-এর পৃষ্ঠপোষকতায় নিম্নলিখিত কর্মসূচি চলমান রয়েছে ;
- নলেজ এক্সচেঞ্জ ইনিশিয়েটিভস ফর ইন্টারন্যাশনালাইজিং হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ;
- গোয়িং গ্লোবাল প্রোগ্রাম;
- ইউনিভার্সিটি-কমিউনিটি এনগেজমেন্ট;
- ইংলিশ ফর হায়ার এডুকেশন ইন বাংলাদেশ এবং
- স্ট্রেংদেনিং লিডারশিপ ক্যাপাসিটি ইন হায়ার এডুকেশন ।

উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন প্রকল্প (HEQEP)

- ৭৫২কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা ব্যয়সম্পন্ন 'উচ্চশিক্ষা মানোন্নয়ন' প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এর মধ্যে ৩৭২.০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৯৬টি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে;
- এ ছাড়াও বিশ্বব্যাংকের কাছ থেকে উচ্চশিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য ১৩১২কোটি ২৬ লক্ষ টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রক্রিয়াধীন;
- ৩৩২কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে উচ্চগতিসম্পন্ন ইন্টারনেটের মাধ্যমে (BDREN) বিশ্ব জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপন;
- একাডেমিক ইনোভেশন ফান্ডে প্রথম পর্যায়ে ৯১টি উপ প্রকল্পে ১৮৩ কোটি টাকা, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১০৬টি উপপ্রকল্পে ১৮৯ কোটি টাকা, তৃতীয় পর্যায়ে ১৩৫টি উপপ্রকল্পে ২৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে;
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১০০০ আসনবিশিষ্ট 'বিজয় ৭১' নামে ১১তলা ছাত্র হল ও ১১তলা কবি সুফিয়া কামাল ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে। এ ছাড়া, কর্মচারীদের আবাসন সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে ২০তলা বিশিষ্ট বঙ্গবন্ধু টাওয়ারের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ৭ মার্চ ভবন, ফার্মেসি ভবন, কবি সুফিয়া কামাল হল, সামাজিক বিজ্ঞান ভবন, সন্তোষচন্দ্র ভট্টাচার্য ভবন, উচ্চতর সামাজিক গবেষণা কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

নবনির্মিত কবি সুফিয়া কামাল হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বিজয় ৭১ ভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

বঙ্গবন্ধু টাওয়ার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

৭ মার্চ ভবন রোকেয়া হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

- জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'শেখ হাসিনা হল,' 'শহিদ বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল' এবং 'বেগম সুফিয়া কামাল হল'-এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫০০ আসন বিশিষ্ট 'শেখ হাসিনা ছাত্রী হল''বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ একাডেমিক ভবনের নির্মাণ কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে;

নবনির্মিত একাডেমিক ভবন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পে ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক-অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির

নবনির্মিত ছাত্রীনিবাস, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'আইসিটি ভবন' নির্মাণ ও ৪৩০ আসনবিশিষ্ট ছাত্রী হল নির্মাণ করা হয়েছে;
- পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছাত্র হল' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব ছাত্রী হল'-এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে;
- কোয়ালিটি অ্যাস্যুরেন্স সেলের কার্যক্রমে জাতীয় ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মোট ৩১৬ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান;
- শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে ডিজিটাল পুস্তক ও জার্নাল সহজলভ্যকরণ;
- ভার্চুয়াল প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও গবেষকগণের সাথে যোগাযোগ স্থাপন;
- উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গ্রন্থাগার আধুনিকীকরণ;
- বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কর্মকাণ্ডে কার্যকর নজরদারি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে 'জাতীয় তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি' প্রচলন করা হয়েছে।

গবেষণা কাজে শিক্ষকদের প্রণোদনা এবং মেধাবী শিক্ষার্থীকে স্বীকৃতি প্রদান :

- গবেষণা সহায়তাপ্রাপ্ত শিক্ষক সংখ্যা ৪৯৭ থেকে ১২৪২-এ উন্নীত;
- ইউজিসি কর্তৃক ২৬৭ জনকে পিএইচডি; ১৩৮ জনকে এমফিল এবং ২১জন শিক্ষককে পোস্ট ডক্টরাল ফেলোশিপ প্রদান;
- বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ১৩৮জন শিক্ষার্থীকে প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক প্রদান;
- ৩২জন গবেষক/শিক্ষককে ইউজিসি-অ্যাওয়ার্ড প্রদান;
- উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক বিষয়ে গবেষণার জন্য সার্ক ফেলোশিপ, রোকেয়া চেয়ার ও ইউজিসি প্রফেসরশিপ প্রবর্তন করা হয়েছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
[Directorate of Secondary and Higher Education (DSHE)]

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থাসমূহের মধ্যে অন্যতম মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)। বাস্তবমুখী মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এ অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ অধিদপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাধ্যমে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ঝরেপড়ার হার কমানো, শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান, বাল্যবিবাহ রোধ, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, ডিজিটালাইজড পদ্ধতিতে পাঠদান, মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে ISAS Ranking এর ভিত্তিতে ক্যাটাগরিভিত্তিক করা, পিবিএম ও সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করা, পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি গ্রহণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিদ্যালয়সমূহে ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, শিক্ষা উপকরণ ও আইসিটি সামগ্রী প্রদানের ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

- মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে গৃহীত পরিকল্পনা অনুযায়ী উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি সফলতার সাথে বাস্তবায়ন করছে। অধিদপ্তরে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং শিক্ষাভবন- লাইব্রেরি স্থাপন করা হয়েছে।
- মাউশির প্রশাসনিক বিকেন্দ্রিকরণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাঠপর্যায়ের কার্যক্রমকে শক্তিশালী করার জন্য ৮৬০ জনবলের পদ সৃষ্টি করা হয়েছে এবং সৃষ্ট পদসমূহে নিয়োগ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে;

বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ কর্নার এবং শিক্ষাভবন লাইব্রেরি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষা ও তথ্যমন্ত্রী

সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (SESDP) :

- সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি বিষয়ে ৪,৪২,০৯১ জন, পিবিএম বিষয়ে ৩৫,৬০০ জন, ই-লার্নিং বিষয়ে ৬০০ জন এবং কার্যক্রম বিষয়ে ৫৩,০৩৩ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

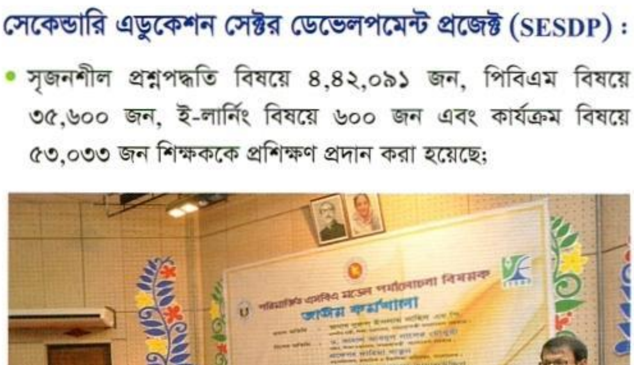

এসবিএ মডেল পর্যালোচনা বিষয়ক জাতীয় কর্মশালা

- শিক্ষাক্রম আধুনিকায়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনসহ বিভিন্ন ধরনের উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করেছে;

- সুবিধা বঞ্চিত এলাকায় প্রস্তাবিত ৬৬টি নতুন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সর্বমোট ৬১টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। শিক্ষার সম্প্রসারণ নীতি গ্রহণের ফলে বিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে;

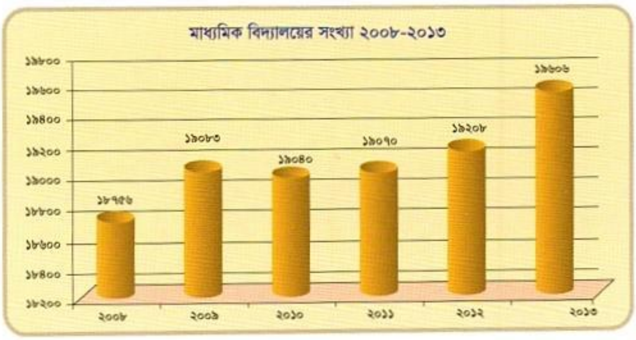

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- এ প্রকল্পের আওতায় ৫৩টি উপজেলায় ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩৩৯ জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ২০ লক্ষ ৯ হাজার ৩৩ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;
- ২৫০টি ওভারক্রাউডেড বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ এবং ১৪৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে টয়লেট নির্মাণ ও টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে;
- ISAS Ranking-এর ভিত্তিতে দেশের মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহকে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে (যেমন এ/ই ক্যাটাগরি) অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে;
- কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি (PBM) প্রণয়ন;
- এসইএসডিপি প্রকল্পের আওতায় ৩৩টি মডেল মাদরাসার কাজ সম্পন্ন এবং কম্পিউটার ল্যাবসহ বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- সিলেট ও বরিশাল জোনাল এডুকেশন কমপ্লেক্স , চট্টগ্রাম শিক্ষা কমপ্লেক্স এবং গাজীপুর, যশোর ও কুষ্টিয়া জেলা শিক্ষা কমপ্লেক্স/অফিস নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে ।

সেকেন্ডারি এডুকেশন কোয়ালিটি এন্ড অ্যাকসেস এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (SEQAEP)

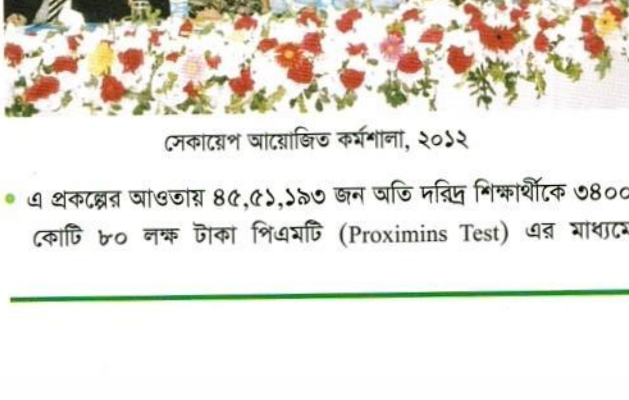

সেকায়েপ আয়োজিত কর্মশালা, ২০১২

- এ প্রকল্পের আওতায় ৪৫,৫১,১৯৩ জন অতি দরিদ্র শিক্ষার্থীকে ৩৪০০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা পিএমটি (Proximins Test) এর মাধ্যমে উপবৃত্তি ও টিউশন ফি প্রদান করা হয়েছে।
- ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে ১৮৭২৪৯০টি অতিরিক্ত ক্লাস নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞান বিষয়কে এ কার্যক্রমের অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- সেকায়েপ প্রকল্পের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৪০০টি ডিপ টিউবওয়েল, ৭০০টি টুইন- ল্যাট্রিন, ৮০০টি ওয়াটার পাম্প ট্যাংক, ৫০টি শ্রেণি কক্ষ সংস্কার, ১০০টি সোলার ওয়াটার স্থাপন করা হয়েছে;
- এ প্রকল্পের মাধ্যমে এসএসসি পরীক্ষায় ফলাফলের ভিত্তিতে ৬,৮০৮টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১৭৮২০৪জন সেরা শিক্ষার্থীকে ইনসেনটিভ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণের ফলে স্কুলগামী শিক্ষার্থীর হারও বেড়েছে;

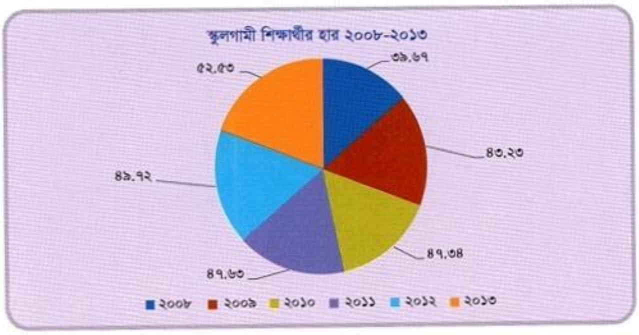

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- ১২৫টি উপজেলায় ১০৭২০টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ১২৯৪৩৭২ জন শিক্ষার্থীকে পাঠাভ্যাস গঠন কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে।

সেকায়েপ প্রকল্পের পাঠাভ্যাস গঠন কর্মসূচির আওতাভুক্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা

টিচিং কোয়ালিটি ইমপ্রুভমেন্ট (TQI-I & II) ইন সেকেন্ডারি এডুকেশন প্রজেক্ট

- সিপিডি ফর ডিজিটাল কনটেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের আওতায় ১০৬২৬ জন শিক্ষককে ১৪দিন মেয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- ৩ দিনের টিওটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৯২৯ জন (২৯ ব্যাচ), ২১দিনের লিডারশিপ প্রশিক্ষণ কোর্স (প্রধান শিক্ষক/সুপার/অধ্যক্ষ)-এ ২৩২৮ জন এবং বিষয়ভিত্তিক সিপিডি (Continuous Professional

Developement) প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৪৮৫ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ ছাড়াও TQI-SEP-এর মাধ্যমে ৮৫৬৫৯৭জন শিক্ষককে সিপিডি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

- ৭টি গবেষণা কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে ১০,৫০,০০০ জন শিক্ষকের ওপর ব্যানবেইস কর্তৃক ০৩টি Biennial Census করা হয়েছে এবং ৮টি ওর্য়াকশপের আয়োজন করা হয়েছে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ একীভূত শিক্ষার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। একীভূত শিক্ষা বাস্তবায়নে বিভিন্ন সময়ে সেমিনার, সভা, প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষার মূলধারায় অন্তর্ভুক্তকরণ কর্মশালা

আইসিটির মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম

- আইসিটি প্রজেক্টের মাধ্যমে সারাদেশে ২০,৫০০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি সামগ্রী (ল্যাপটপ, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্পিকার, মডেম ইন্টারনেট সংযোগসহ) সরবরাহ করা হয়েছে।
- ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরির উপর ২০,৫০০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কম্পিউটার ল্যাব

তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ১৫০০ কলেজের মধ্যে ৬২০টি কলেজের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এর মধ্যে ৫৮১টির কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং নির্মাণ কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- ৩৬ জন কোর ট্রেইনার নির্বাচন করা হয়েছে এবং ৮০ জন শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ৬৩০টি অনুমোদিত কলেজের ২,০০০ জন বিজ্ঞান শিক্ষকের মধ্যে ৯২৩ জন বিজ্ঞান শিক্ষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১০ উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল বিদ্যালয়ে রূপান্তর প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ৩১০টি উপজেলায় ১৫০টি বিদ্যালয়ে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং প্রতিটি বিদ্যালয়ে ১০টি করে মোট ১৫০০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে;
- নির্মাণের ক্ষেত্রে ৩১০টির মধ্যে ১০০টির শতভাগ, ১৪০টির ৫০ শতাংশ এবং অবশিষ্টগুলোর ৩৫ শতাংশ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;

৩১০ মডেল বিদ্যালয় প্রকল্পের আওতায় নির্মিত কাপাসিয়া পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়

- ২৩০টি বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, খেলার সামগ্রী, বই ও রেফারেন্স বই সরবরাহ করা হয়েছে।

শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজের উন্নয়ন

নবনির্মিত একাডেমিক কাম পরীক্ষা হল, ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ, ঠাকুরগাঁও

- একাডেমিক কাম এক্সামিনেশন হল ৪৭টির শতভাগ, ১৬টির অর্ধশতাংশ এবং হোস্টেল ভবনের মধ্যে ৮টির শতভাগ ও ৬টির অর্ধশতভাগ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে;
- প্রশাসনিক ভবন-০১টি; বিজ্ঞান ভবন-০১টি; সীমানা প্রাচীর নির্মাণ-২টি; গেট ও অভ্যন্তরীন রাস্তা নির্মাণ-১টি এবং ১৯টির উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজ শতভাগ, ১টির ৮০ শতাংশ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

সেকেন্ডারি এডুকেশন স্টাইপেন্ড প্রজেক্ট (SESP)

- ১০০টি কর্মশালা এবং ৯৮১টি মা সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে;

মা সমাবেশ ২০১৩

- এ প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং নারী ক্ষমতায়নে সহায়তা করার লক্ষ্যে ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার শিক্ষার্থীকে ১১৭১৩৫ লক্ষ টাকা উপবৃত্তি হিসেবে প্রদান করা হয়েছে;
- মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করার জন্য এসইএসপি-এর মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসারদের মধ্যে মোটর সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে।

এসইএসপি প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা মাধ্যমিক অফিসারদের মধ্যে মোটর সাইকেল বিতরণ

ঢাকা মহানগরীতে মাধ্যমিক পর্যায়ের নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইটি ল্যাব স্থাপন প্রকল্প

KOICA কর্তৃক Establishment of IT Labs in Selected Secondary Level Institutions in Dhaka প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা মহানগরীর ১০০টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন এবং ১৭০০টি কম্পিউটার সরবরাহ করা হয়েছে। এ ছাড়াও ১০০টি প্রতিষ্ঠান হতে ২০০ জন শিক্ষককে আইটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ২০ জন শিক্ষককে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কোরিয়ান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে নির্মিত আইটি ল্যাব

বিদেশি ভাষায় দক্ষতা সম্পন্ন জনবল তৈরির লক্ষ্যে ১৯টি Digital Language Laboratory স্থাপন ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বিগত পাঁচ বছরে ১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫০,০০০ জনকে ইংরেজি, আরবি, কোরিয়ান ও জাপানিজ ভাষায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের ছাত্রীদের উপবৃত্তি প্রদান প্রকল্প

- এ প্রকল্পের আওতায় ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ে অধ্যয়নরত ১,২৯,৮১০ জন নির্বাচিত ছাত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ড থেকে উপবৃত্তি প্রদান, পুস্তক ক্রয়, পরীক্ষার ফি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে টিউশন ফি বাবদ ৭২ কোটি ৯৫ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

সরকারি হাইস্কুলের সহকারী শিক্ষকদের পদমর্যাদা ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীতকরণ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকের পদ ২০১২ সনের ১৫ মে এক প্রজ্ঞাপনে ২য় শ্রেণির গেজেটেড পদে উন্নীত করা হয়েছে। এতে ৩১৭টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ৯৭৩২টি সহকারী শিক্ষকের পদের শ্রেণিগত মানোন্নয়ন হয়েছে।

সরকারি কলেজ বিষয়ক কার্যক্রম

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন বিসিএস-এর মাধ্যমে ২০৯৭ জন প্রভাষক নিয়োগ করা হয়েছে। এ সময়ে ৫৭৭১ জন শিক্ষককে প্রভাষক থেকে সহকারী অধ্যাপক পদে পদোন্নতি ও পদায়ন করা হয়েছে। এ ছাড়াও ৬৩৩৭ জন শিক্ষককে সিলেকশন গ্রেড প্রদান করা হয়। ১৬৭টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স এবং ৪৩টি সরকারি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে মাস্টার্স কোর্স চালু হয়েছে। বিভিন্ন সরকারি কলেজে অধ্যাপকের ১৩৮টি, সহযোগী অধ্যাপকের ২৪৪টি, সহকারী অধ্যাপকের ৪২৪টি এবং প্রভাষকের ৬৫৮ পদ এবং অনান্য ১৮৬টি সহ মোট ১৬৫০টি পদ স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে সৃষ্টি করা হয়। ১০৬টি কলেজের প্রভাষক থেকে অধ্যাপকের ১৮৭৭টি পদ, প্রদর্শক, গ্রন্থাগারিক, সহকারী গ্রন্থাগারিক, শরীরচর্চা শিক্ষকের ৮৯টি পদ এবং ১৭৯টি শিক্ষক-কর্মচারীর পদসহ মোট ২১৪৫টি পদ স্থায়ী করা হয়েছে।

কলেজে পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি ও বিষয় খোলার অনুমতি

২০০৯ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত দেশের ৮টি শিক্ষা বোর্ডে ৭৯১টি কলেজে পাঠদান, ৩৬৮টি কলেজের একাডেমিক স্বীকৃতি এবং ২০৭৯টি কলেজে বিষয় খোলার অনুমতি প্রদান করা হয়।

ঢাকা মহানগরিতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ০৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) স্থাপন প্রকল্প

- স্বাধীনতার পর এই প্রথম সরকারি স্কুল এবং কলেজ স্থাপন প্রকল্পের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ঢাকা মহানগরীতে ৬টি কলেজ ও ১১টি স্কুল স্থাপন প্রকল্পের মাধ্যমে জুন ২০১৩ পর্যন্ত ঢাকা মহানগরীতে ৪টি বিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এ প্রকল্পে নির্মিত ৩টি সরকারি কলেজে শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে;

নবনির্মিত ভবন, শহিদ শেখ রাসেল সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, হাজারিবাগ, ঢাকা

- এ প্রকল্পের আওতাধীন চালুকৃত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে আইটি ল্যাব স্থাপন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি এবং বই পুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মহাবিদ্যালয়, উত্তরা, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড [National Curriculum & Text Book Board (NCTB)]

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাক্রম প্রণয়ন, পরিমার্জন করে থাকে। উক্ত শিক্ষাক্রমের ওপর ভিত্তি করে সকল শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সকল বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত ও বিনামূল্যে বিতরণ করে।

উল্লেখযোগ্য যে, ২০১০ সনে 'ভিশন-২০২১' বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.netb.gov.bd) সকল শ্রেণির সকল বিষয়ের ই-বুক তৈরি ও আপলোড করা হয়েছে। ফলে বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বসবাসরত অসংখ্য বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পৃথিবীর যে কোনো স্থান থেকে পাঠ্যপুস্তক ব্যবহার করতে পারছে।

বছরের প্রথম দিনে পাঠ্যপুস্তক উৎসবে শিক্ষার্থীরা

• ২০১০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীদের কাছে বিতরণকৃত বই, শিক্ষার্থীর সংখ্যা ও ধরন নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হলো :

বছর	স্তর	শিক্ষার্থী	বিষয়	পাঠ্যপুস্তক
২০১০	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	২৭,৬৬২,৫২৯	২২২	১৯৯,০৯৬,৫৬১
২০১১	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩২,২৩৬,৩২১	২২৩	২৩২,২২১,২৩৪
২০১২	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩১,২১৩,৭৫৯	২৩৫	২২১,০৬৮,৩৩৩
২০১৩	প্রাথমিক মাধ্যমিক ইবতেদায়ি দাখিল ভোকেশনাল	৩৬,৮৮৬,১৭২	২৬৫	২৬১,৮০৯,১০৬

তথ্যসূত্র : জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

• ২০০৯ সালে ২০১০ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত জাতীয় কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী ও মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সংযোজন করা হয়েছে।

• এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রবর্তন করাসহ প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন ও শিক্ষক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হয়েছে।

• জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে এবং উন্নত বিশ্বের শিক্ষাক্রম পর্যালোচনা করে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' প্রণয়ন করা হয়েছে।

• জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' এবং 'চারু ও কারুকলা' বিষয়কে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• বাংলাদেশে প্রথম বারের মতো ৫+ বয়সের শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক স্তরের শিক্ষাক্রম ও শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন করা হয়েছে। ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সারা দেশের সকল বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণিতে এ সকল শিখন-শেখানো সামগ্রী বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়েছে।

• প্রাথমিক স্তরের ১ম থেকে ৫ম শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে বিতরণের জন্য উন্নত কাগজে ৪ রং- এর আকর্ষণীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হয়েছে।

• অটিজম ও প্রতিবন্ধিতা নারী ও শিশু পাচার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা, জলবায়ু, বঙ্গবন্ধুর জীবনী, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধ, নিরাপদ সড়ক, মোবাইল ফোন, কম্পিউটারের সহজ ধারণা, আইসিটি, শিশুর নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য, মহাবিশ্ব, প্রাকৃতিক সম্পদ ইত্যাদি শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• মাধ্যমিক স্তর থেকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রম এবং ২০১৩ শিক্ষাবর্ষের প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকসমূহ জেন্ডার সমতা বিধানসহ বিভিন্ন শ্রেণি পেশা, ধর্ম ও বর্ণের মধ্যে সমতাবিধান করা হয়েছে।

• ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে পাঠ্যপুস্তকে জীবন দক্ষতা ভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

• কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি এ-দুটি নতুন বিষয় অন্তর্ভুক্তিকরণসহ ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির উন্নয়নকৃত শিক্ষাক্রমের আলোকে ৬৭টি বিষয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছে।

• 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এবং 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' – এ নতুন দুটি বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে করা হয়েছে।

• জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২ অনুযায়ী প্রণীত ৬ষ্ঠ থেকে ৯ম-১০ম শ্রেণির ৬৭টি পাঠ্যপুস্তকের যৌক্তিক মূল্যায়ন এবং ট্রাই আউট কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

• প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত সকল পাঠ্যপুস্তকের ট্রাই-আউট সম্পন্ন হয়েছে। ট্রাই-আউট থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করে শিক্ষার্থীরে হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

• মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষকগণের জীবন দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা (Life Skill Based Education) বিষয়ক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলছে।

• দুর্যোগ মোকাবেলা সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে যেসব তথ্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে তা পর্যালোচনাপূর্বক সংশোধনের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত তথ্যসমূহ সংশোধনের প্রয়োজন হলে তা পরিমার্জন করে ২০১৬ শিক্ষাবর্ষের সংশ্লিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

• কৃষি শিক্ষা বিষয়ে ব্যবহারিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে কৃষি শিক্ষাকে আরও জীবন ঘনিষ্ঠ করা হয়েছে।

• প্রাথমিক স্তরের ২১টি পাঠ্যপুস্তক ও ২১টি শিক্ষক সংস্করণের উপযোগিতা যাচাইয়ের জন্য শ্রেণিকক্ষে ট্রাই আউট কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। Large Scale Try out & Critical review এর প্রেক্ষিতে

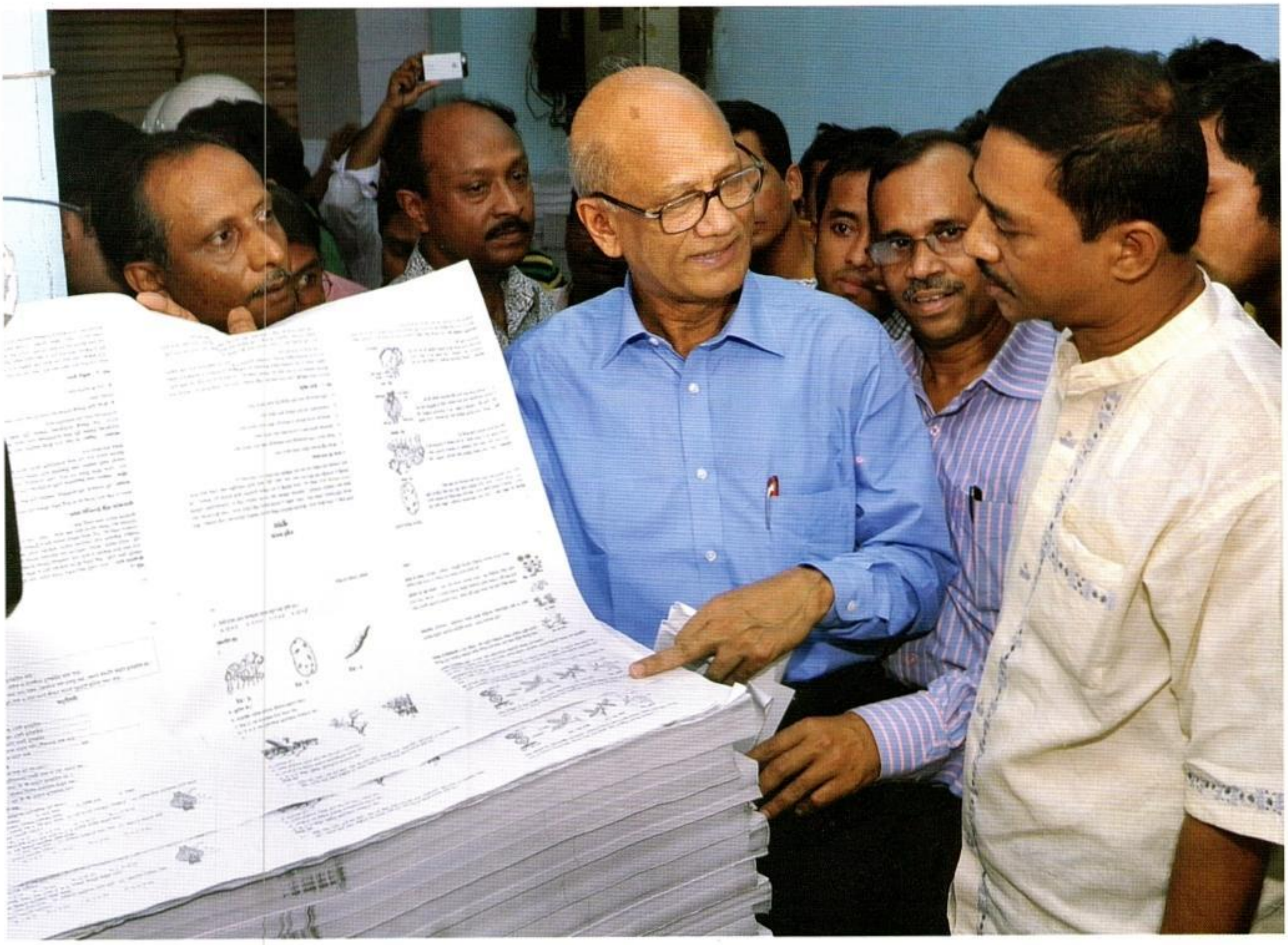

মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর ছাপাখানা পরিদর্শন

ইতোমধ্যে ১১টি পাঠ্যপুস্তক পরিমার্জন করা হয়েছে এবং আরও ১০টি পাঠ্যপুস্তকের পরিমার্জন প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন নির্দেশিকা চূড়ান্তকরণ শেষ পর্যায়ে রয়েছে।
- ১ম ও ২য় শ্রেণির 'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' এবং বিজ্ঞান (সমন্বিত) শিক্ষক সহায়িকার ফ্লিপচার্ট উন্নয়নের লক্ষ্যে বিষয়বস্তু ও দৃশ্যপটের Academic Specification নির্বাচন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।
- শিক্ষাক্রম বিস্তরণের লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরের প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল প্রণয়ন কার্যক্রম শেষ হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ক্ষেত্রে ধারাবাহিক ও সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নম্বর বিভাজনসহ মূল্যায়ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে।
- ৫টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য MLE (Multilingual Education) শিখন-শেখানো সামগ্রী প্রণয়ন কার্যক্রম শেষ পর্যায়ে আছে।
- ২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ২০১৫ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক, ইবতেদায়ি, দাখিল, দাখিল (ভোকেশনাল) ও এসএসসি (ভোকেশনাল) স্তরের সর্বমোট প্রায় ১৫৫ কোটি ৮৪ লক্ষ পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।
- 'জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০' বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৪৪টি বিষয়ে নতুনভাবে শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে।
- নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩৪০টি পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করে শিক্ষার্থীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে।
- পাঠ্যপুস্তকে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস বিধৃত করে জেণ্ডার সমতা এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা-ধর্ম-বর্ণের মানুষকে সমানভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে।
- প্রাথমিক স্তরে ৩৩টি শিক্ষক সংস্করণ ও ২৫টি শিক্ষক নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হয়েছে।

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম
জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী (নায়েম) এর
প্রশাসনিক ভবন
শুভ উদ্বোধন করেন
শেখ হাসিনা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তারিখঃ ২ ভাদ্র ১৪১৭ বঙ্গাব্দ
১৭ আগস্ট ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি [National Academy for Educational Management (NAEM)]

জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমি (নায়েম) বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। সরকারি-বেসরকারি মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের প্রতিষ্ঠান প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক নিয়মিত ও সঞ্জীবনী কোর্স এবং শিক্ষা ক্যাডার কর্মকর্তাদের জন্য শিক্ষা গবেষণা ও শিক্ষা পরিকল্পনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্সসহ মোট ২৩টি কোর্স এবং শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণাকর্ম পরিচালনা করে থাকে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ

নায়েমে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার চাহিদার ভিত্তিতে রাজস্ব বহির্ভূত খাতেও কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। ২০০৯-১৩ সময়ে সম্পন্ন বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন কোর্সে মোট ১৬,৮৮৮ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এসএসসিইএম ও প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন।

> ২০০৯ সনের আগে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণসহ বিভিন্ন প্রশিক্ষণের ব্যাকলগ ছিলো। চাকরিতে যোগদানের পর অনেক শিক্ষক ৪/৫ বছরেও বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে বিসিএস(সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ সময়মতো চাকরি স্থায়ীকরণ ও পদোন্নতি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ২০০৯ সনের পরে দ্রুততার সাথে এ ব্যাকলগ দূর করা হয় এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে গতি আসে। এখন শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান করেই নতুন শিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ গ্রহণ করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রশিক্ষণ নিয়মিতকরণে ট্রেনিং ক্যালেন্ডার, সময়োপযোগী নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন ও কোর্স কনটেন্ট প্রণয়ন, পরিমার্জন করা হয়েছে।

বুনিয়াদি প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করছেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

রাজস্ব-বহির্ভূত খাতে বিদ্যালয়ভিত্তিক মূল্যায়ন (এসবিএ), সৃজনশীল প্রশ্ন, কৃতিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা (পিবিএম) এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালিত হয়। কোর্সসমূহে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের কর্মকর্তা, মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রশাসনের কর্মকর্তা, বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষক এবং মডেল মাদরাসার শিক্ষক ও সুপারগণ অংশগ্রহণ করেন।

- বিসিএস (শিক্ষা) ক্যাডারের অধ্যাপকগণের জন্য Senior Staff Course On Education And Management (SSCEM), সহযোগী অধ্যাপকগণের জন্য Advanced Course on Education and Management (ACEM) নামে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোর্স চালু হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সনের ১৭ আগস্ট এ দুটি কোর্সের শুভ উদ্বোধন করেন। বর্তমান সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নের প্রত্যয়ে তথ্যপ্রযুক্তিকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে এ কোর্সগুলোর প্রবর্তন করা হয়।
- মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য Management Training on ICT Application in Institutional Work - শীর্ষক একটি কোর্স চালু হয়েছে;
- নায়েমের প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এখন নায়েমের পাঁচটি প্রশিক্ষণ কোর্সে বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যগণ নিয়মিত অংশগ্রহণ করছেন। এ সময়ে নায়েম প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের চাহিদার ভিত্তিতে আটটি ব্যাচে অধিদপ্তরের ২৪০ জন প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তার জন্য Modern Office Management প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের শিক্ষকদের জন্য Special Foundation Training Course-এর আয়োজন করে। এতে ৩৫ জন শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

নবনির্মিত নায়েম প্রশাসনিক ভবন

অবকাঠামোগত উন্নয়ন

- ৭তল বিশিষ্ট ৮,০০০ বর্গফুটের বেশি ভিত্তিমূলের প্রশাসনিক ভবনের নির্মাণ কাজ সম্পন্নের পর ২০১০ সনের ১৭ আগস্ট গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রশাসনিক ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন;
- প্রশাসনিক ভবনের ৪র্থ তলায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সুবিধা সংবলিত একটি সভাকক্ষ ও ১০০ আসনবিশিষ্ট একটি কনফারেন্স হল নির্মাণ করা হয়েছে।
- আধুনিক সুযোগ-সুবিধাসম্পন্ন ১৯২ আসন বিশিষ্ট প্রশিক্ষণার্থী

হোস্টেলের (শহীদ বুদ্ধিজীবী হোস্টেল) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর ২০০৯ সনের ডিসেম্বর মাসে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি এ হোস্টেলের শুভ উদ্বোধন করেন।

- মহান মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্র প্রদর্শন কেন্দ্র স্থাপন এবং বাংলাদেশের অভ্যুদয়সহ মুক্তিযুদ্ধের শতাধিক বিরল ছবি দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছে; গ্রন্থাগারে 'মুক্তিযুদ্ধ কর্নার' স্থাপন এবং উপযুক্ত সংখ্যক বই, দলিলপত্র সংরক্ষণ করা হয়েছে।
- প্রশিক্ষণার্থীদের রেজিস্ট্রেশন এবং অন্যান্য সেবা সংবলিত One Stop Service Point স্থাপন করা হয়েছে;

ওয়ান স্টপ সার্ভিস পয়েন্ট

- সকল প্রশিক্ষণ কক্ষ, সেমিনার ও কনফারেন্স কক্ষে মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর ও স্মার্ট বোর্ড সংযোজন করা হয়েছে;
- ৩০ আসন বিশিষ্ট নতুন ১টি কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন;
- ১৫০ আসন বিশিষ্ট নতুন ক্যাফেটেরিয়া সংযোজন;

- শিশু সন্তানসহ মহিলা প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধাসহ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

- নায়েমের নান্দনিক নামফলক স্থাপনসহ ক্যাম্পাসের সৌন্দর্য বৃদ্ধি;
- জিমের আধুনিকায়ন ও নতুন যন্ত্রের সংযোজন;
- পুরাতন অডিটোরিয়াম ও মেডিকেল ইউনিটের সংস্কার ও উন্নয়ন;
- ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যাপক সংস্থার ও উন্নয়ন করা হয়েছে।

গবেষণা

নায়েমের গবেষণা ও তথ্যায়ন বিভাগের উদ্যোগে শিক্ষা বিষয়ক গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়ে থাকে। এসব গবেষণা সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ নায়েম জার্নালে প্রকাশিত হয়। এ ছাড়াও নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে নায়েম নিউজ লেটার। ২০০৯ সনের আগে যা অনিয়মিত ছিল। ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৪৮টি গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। এ সময়ে ৭টি গবেষণা জার্নাল, ১৬টি নিউজলেটার, ৩টি গবেষণা প্রতিবেদন ও ১টি প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর [Directorate of Technical Education (DTE)]

কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর দেশের কারিগরি শিক্ষা প্রসারে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে।

নবনির্মিত ভবন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর

স্কিলস এন্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি) প্রকল্প

বাংলাদেশ ও বহির্বিশ্বের শ্রমবাজারের বাস্তব চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের কারিগরি শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে সরকার নানাবিধ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের আওতায় বাস্তবায়িত হচ্ছে 'স্কিলস এ্যান্ড ট্রেনিং এনহান্সমেন্ট প্রজেক্ট (এসটিইপি)'। বাংলাদেশ সরকার, কানাডা (সিডা) এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে গৃহীত প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৮,৪৯৭ মিলিয়ন টাকা। ২০১০ সনের জুলাই মাসে শুরু হওয়া এ প্রকল্পটি শেষ হবে ২০১৬ সনের জুন মাসে। ডিটিই হচ্ছে প্রকল্পটির বাস্তবায়নকারী সংস্থা, আরবিটিইবি ও বিএমইটি হচ্ছে প্রকল্পটির সহ-বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠান।

এ প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো

১. দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের কৌশলগত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের অংশ হিসেবে কারিগরি ও পেশাগত শিক্ষার গুণগতমান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি;

২. (ক) ইন্ডাস্ট্রি স্কিলস কাউন্সিল (আইএসসি) ও ন্যাশনাল স্কিলস ডেভেলপমেন্ট কাউন্সিল (এনএসডিসি) শক্তিশালীকরণে সরাসরি সহযোগিতা প্রদান এবং (খ) এসএসসি (ভোকেশনাল) বিদ্যালয়গুলোকে সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক টিভিইটি ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা;

৩. কারিগরি শিক্ষা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ, যেমন- কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিটিই), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) এবং জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি) এর সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;

৪. প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও বাস্তবায়ন কাঠামো প্রতিষ্ঠা, যোগাযোগ কৌশল বাস্তবায়ন এবং পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন পরিচালনা করা।

- শিক্ষার গুণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে ৯৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটকে যোগ্যতার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার এবং প্রশাসনিক সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভিটিআই, বগুড়াতে ৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা নতুন ল্যাবরেটরি ভবন, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের মাধ্যমে একটি ফ্লোর, ৭টি আঞ্চলিক পরিচালকের কার্যালয়ের জন্য ৬ তলা ভিত বিশিষ্ট ৩ তলা ভবন নির্মাণ এবং ৬৪টি টিএসসি এর মেরামত, সংস্কার ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- ৬৪টি সরকারি টিএসসিতে মোট ২৯৭ জন খণ্ডকালীন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আনুপাতিক হারে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে;

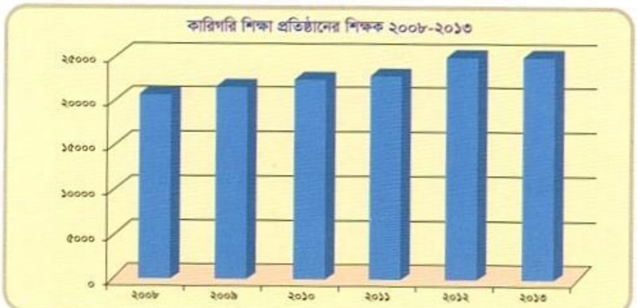

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- ৪৮২৪ জন TVET শিক্ষককে CBT-Pedagogy বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;

- ৭৫১০ জন TVET শিক্ষককে Skills প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ৪২৫ জন TVET শিক্ষককে CBT Assesssor প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ২১ জন TVET শিক্ষককে Assessment tools development এবং ৭৮ জন শিক্ষককে Competency Based learning material প্রস্তুত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- ১২৫৭ জন বেকার নারীকে Woven Garments Machine Operator বিষয়ে এবং ৪৩৩৪ জন বেকার যুবক ছেলে-মেয়েকে ৪টি ট্রেডে যেমন : ইলেক্ট্রিক্যাল, ওয়েল্ডিং, ম্যাশিনারি এন্ড রড বাইন্ডিং ও প্লাম্বিং বিষয়ে কর্মমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। Woven Garments Machine Operator বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের অধিকাংশই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিয়োজিত হয়েছেন;
- ৫০ জন বেকার যুবককে Carpentry-Cum-Wood Work Machine Operator বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের অর্থায়নে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর ১৭০৭ জন বেকার যুবককে সমন্বিত কৃষি বিষয়ে এবং ১৩০ বেকার যুবককে Solar Technician কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে;
- কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা কার্যক্রমের গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে Civil, Electrical, Mechanical এবং অন্যান্য ট্রেডের ৩৬১০ সেট যন্ত্রপাতি ক্রয় ও সরবরাহ করা হয়েছে।
- আর্থ-সামাজিক সুবিধাবঞ্চিত ৭৫৪৫৭ জন শিক্ষার্থীকে মাসে ৮০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে;
- নির্বাচিত ৯৩টি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের সকল ছাত্রীকে ২০১৩ সনের জুলাই মাস হতে একই হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ফলে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তির হার শতকরা ৩৪ ভাগ বেড়েছে।

ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এম পি

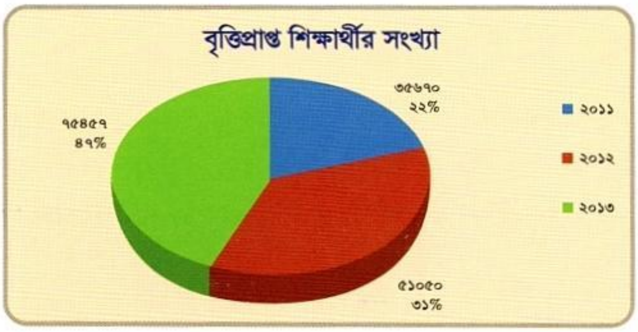

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- ৩০টি নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রতিটিকে ইমপ্লিমেন্টেশন গ্রান্ট হিসেবে প্রায় ৭০ মিলিয়ন টাকা বিতরণ করা হয়েছে। এ ফান্ডের আওতায় প্রতিষ্ঠানের ভৌত অবকাঠামো মেরামত ও পুনর্বাসন, যন্ত্রপাতি ও শিখন-শেখানো উপকরণের আধুনিকায়ন, প্রশিক্ষণ, শিক্ষাসফরের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, শিল্পক্ষেত্র থেকে অতিথি বক্তা আমন্ত্রণ, শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ-উপকরণ সরবরাহ ও শিল্পকারখানা পরিদর্শন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রশাসনের উন্নয়ন, যোগাযোগ এবং প্লেসমেন্ট ইত্যাদির ব্যয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে;
- ৫০টি নির্বাচিত সরকারি ও বেসরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শ্রম বাজারের উপযোগী ২৯৭২৬ জন বেকার তরুণ-তরুণীকে সম্পূর্ণ সরকারি খরচে বাজার চাহিদাভিত্তিক স্বল্পমেয়াদি (৬মাস/৩৬০ ঘন্টা) প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে মাসিক ৭০০ টাকা হারে বৃত্তিপ্রদান করা হচ্ছে।

এসটিইপি প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মহোদয় শিক্ষার্থীদের মাঝে বৃত্তি প্রদান করছেন

- নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহে নির্দিষ্ট কোর্সে ভর্তিকৃত প্রতি প্রশিক্ষণার্থীর বিপরীতে ১৭,৫০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে। উক্ত টাকার মধ্যে শিক্ষার্থীকে বৃত্তি হিসেবে ৭০০ টাকা এবং অবশিষ্ট অর্থ অনুমোদিত আইডিপি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান উন্নয়নের জন্য ব্যবহার করতে পারবে।
- প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রায় ২৫ শতাংশ মহিলা;

- প্রশিক্ষণ সমাপ্তির ৬ মাসের মধ্যে কর্মসংস্থানের হার শতকরা ৩৪ ভাগ;
- প্রতিটি কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একটি প্লেসমেন্ট সেল খোলা হয়েছে, যাতে চাকরিদাতা ও শিক্ষার্থীদের সরাসরি যোগাযোগের মাধ্যমে চাকরি পেতে সুবিধা হয়;

- ৪টি সাইকেলে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছিলো ৩১৭১০ জন, এর মধ্যে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছেন ২৯৭২৬ জন। ২১১৩৯ জন পাশ করেছেন এবং প্রশিক্ষণোত্তর ৬ মাসের মধ্যে স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানে কাজে যোগদান করেছেন ৬৬৪৩ জন।

- শিল্প শ্রমিকদের দক্ষতা-প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য BGMEA এর সাথে MOU স্বাক্ষরিত হয়েছে। ২টি কেন্দ্রের মধ্যে একটি কেন্দ্রে ৬০জন করে প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। ৫টি ব্যাচে এ পর্যন্ত মোট ৩০০ জন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছেন। এর মধ্যে ১৪৫ জন চাকরিতে যোগদান করেছেন;
- টিভিইটি'র সার্বিক বিধিবদ্ধ ও আইনি কাঠামো শক্তিশালীকরণের জন্য জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন পরিষদ (এনএসডিসি)-এর মানোন্নয়ন করা হচ্ছে। এনএসডিসি'র মাধ্যমে শিল্প দক্ষতা কাউন্সিল(আইএসসি)-কে শক্তিশালী করা হচ্ছে;
- এনএসডিসি'র সাথে অংশগ্রহণমূলক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং Seed financing ও পরিচালন ব্যয় ছাড় হয়েছে;
- এনএসডিসি ও আইএসসি'তে কম্পিউটার ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- পরীক্ষামূলক (পাইলটিং) কাজের জন্য ৭টি ভোকেশনাল প্রতিষ্ঠান বাছাই করা হয়েছে;
- এসএসসি (ভোকেশনাল) পাইলটিং প্রোগ্রাম এর খসড়া অপারেশনাল ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে;
- Full Teaching strength প্রদানের লক্ষ্যে প্রকল্পের আওতায় গ্রান্ট প্রাপ্ত ২৫টি সরকারি ডিপ্লোমা প্রতিষ্ঠানে ৫৩০জন চুক্তিভিত্তিক-শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে;
- ৬৭৪ জন শিক্ষককে ৭দিনব্যাপী প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে এবং সকল চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকগণকে পেডাগোজিক্যাল প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নির্বাচিত পলিটেকনিক ইনিস্টিটিউট ও স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণদাতা প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ/শিক্ষকদের ২১ দিনব্যাপী প্রকিউরমেন্ট, এফএম ও পিএম বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে;
- বিটিইবি'র সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- বিএমইটি'র ইমিগ্রেশন ডাটাবেজ এর আধুনিকায়নের কাজ চলমান রয়েছে;
- এসটিইপি প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট ও সংক্ষিপ্ত প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের এ পর্যন্ত বিভিন্ন ধরনের ৯৩২ প্রোগ্রামে ট্রেনিং ও ওয়ার্কশপে ৩৮৯৫৯ জন অংশগ্রহণকারী উপকৃত হয়েছেন।

- ৩৮ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং ১২জন পরামর্শক নিয়ে পিআইইউ স্থাপিত হয়েছে;
- কারিগরি শিক্ষাকে জনপ্রিয় করতে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম যেমন- লিফলেট, ব্রসিওর, পোস্টার, ক্যালেন্ডারসহ বিভিন্ন প্রচারনামূলক সামগ্রী ছাপানো ও বিতরণ করা হচ্ছে। বিভিন্ন পত্রিকায় বিজ্ঞাপণ ও প্রচারণামূলক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ, রেডিও ও টিভিতে বিজ্ঞাপণ ও আলোচনা অনুষ্ঠান প্রচার চলমান রয়েছে;
- প্রকল্পের পিএমআইএসসহ ওয়েবসাইটের উন্নয়নের জন্য IBCS-PRIMAX নামক সফটওয়ার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সিস্টেম উন্নয়ন করা হচ্ছে ;

- ৯৩টি পলিটেকনিকের প্রাথমিক বেজলাইন ডাটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে;
- প্রকল্পের কার্যক্রম মনিটরিং ও মূল্যায়ন করাসহ Project Development Objective (PDO) অর্জনের বিষয়ে এম এন্ড ই ফরমেটে তথ্য সংগ্রহ ও পর্যালোচনা করা হচ্ছে;
- প্রতি অর্থবছর শেষে FAFAD-নিরীক্ষা সম্পন্ন করা হচ্ছে। এপর্যন্ত সকল অডিট আপত্তি নিষ্পন্ন করা হয়েছে;
- পরিবেশ ও সামাজিক নিরাপত্তা সেল গঠন নিশ্চিত হয়েছে;
- আর্থিক ব্যবস্থাপনার জন্য একাউন্টিং সফটওয়্যার সংযোজিত হয়েছে।
- ডিটিই ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের কাজ শুরু হয়েছে, এবং বিএমইটি ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের জন্য আইএফটি ইস্যু করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন অঞ্চলে কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয় নির্মাণ করা হয়েছে।

নবনির্মিত কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর আঞ্চলিক কার্যালয়, ময়মনসিংহ

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর [Educational Engineering Department (EED)]

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর দেশের সকল বিদ্যালয়, কলেজ, মাদরাসা, কারিগরি প্রতিষ্ঠানের ভবন নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, আসবাবপত্র সরবরাহের কাজ করে। এ সময় পরিধিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৫টি প্রকল্পের পূর্তকাজ বাস্তবায়ন করেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর।

প্রকল্পগুলো হলো

- ৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর।
- এসইএসডিপি-এর আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মডেল মাদরাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপন।
- ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) নির্মাণ।
- জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন।
- তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন।
- 'সরকারি বিদ্যালয়বিহীন ৩১০টি উপজেলা সদরে নির্বাচিত বেসরকারি বিদ্যালয়সমূহকে মডেল স্কুলে রূপান্তর' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ৪৬৫৭৭.০০ (পূর্ত ৩৭৪০৬.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩১০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৯১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৯৩টি শতভাগ, ১৯৮টি চলমান, ১৯টি প্রক্রিয়াধীন এবং গড় অগ্রগতি ৬০ শতাংশ। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২০৬৫১.৬৭ লক্ষ টাকা।
- সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের আওতায় মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মডেল মাদরাসায় শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও আসবাবপত্র সরবরাহ এবং নতুন বিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ৭৯৩৩৩.১০ (পূর্ত ২০৫৮২.৬৪) লক্ষ টাকা। কার্যক্রম গৃহীত ৩৭৮ (২০টি বিদ্যালয় রিফারবিশমেন্ট, ২৫০টি বিদ্যালয়ে অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ, ৬৬টি নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, ৩৫টি মডেল মাদরাসায় নতুন ভবন, ২টি জোনাল অফিস নির্মাণ, ৩টি জেলা শিক্ষা অফিস নির্মাণ) টির মধ্যে ৩৭৬টি সমাপ্ত হয়েছে। ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৯৫৬৯.৮৮ লক্ষ টাকা।

হার্ডিঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়, ধামরাই, ঢাকা

- 'ঢাকা মহানগরীতে ১১টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ৬টি মহাবিদ্যালয় (সরকারি) নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি মূল্য ২৩০৭১.১৫ (পূর্ত ৯১৮১.৭৫) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ১৭টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টির কাজ সমাপ্ত, ৯টি চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫০৮৫.০১ লক্ষ টাকা এবং গড় অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারি মহাবিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা

বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, দক্ষিণখান, ঢাকা

- শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে 'জেলা সদরে অবস্থিত সরকারি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৬৫৫১২.০০ (পূর্ত ৫৫৫৩৫.৯২) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৭০টি পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কলেজসমূহে মোট ৫৮টি একাডেমিক কাম পরীক্ষা কেন্দ্র, ১৩টি ছাত্রাবাস/ছাত্রীনিবাস, ১টি বিজ্ঞান ভবন এবং ২৬টি উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ কাজের বিপরীতে মোট ২৬১৯৬.৭১ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ২০টির সম্প্রসারণ কাজ এবং ১১টি একাডেমিক-কাম-এক্সামিনেশন হল, ২টি ছাত্রীনিবাস, ১টি বিজ্ঞান ভবন, ১টি প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়েছে, চলমান কাজ ৫০টি এবং প্রক্রিয়াধীন ৮টি। গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তব অগ্রগতি ছিল ৮০ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১৬৭৫৮.৮৮ লক্ষ টাকা।

একাডেমিক-কাম-অ্যাক্সামিনেশন হল, সরকারি কারমাইকেল কলেজ, রংপুর

- তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারি কলেজসমূহের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২৩৮৭৭০.০০ (পূর্ত ২০৭৫৮৬.২৭) লক্ষ টাকা। ১৫০০টি প্রতিষ্ঠানে চার/পাঁচ/আটতলা ভিত বিশিষ্ট দ্বিতল একাডেমিক ভবন (৬টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণের লক্ষ্যে ১ম পর্যায়ে ৬৩০টি কলেজের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

সেতাবগঞ্জ মহিলা কলেজ, বোচাগঞ্জ, দিনাজপুর

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির (৩০০০ স্কুল) ডিপিপি মূল্য ২২৫৩১৫.৪১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩০০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২৬৮০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাডেমিক ভবন নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। শতভাগ সমাপ্ত হয়েছে ১০৬২টি, চলমান ১৬১৮টি, প্রক্রিয়াধীন রয়েছে ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ৭৪৮৪৫.৫৮ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি ৫৫ শতাংশ।

- 'বাংলাদেশ গার্ল গাইডস এসোসিয়েশনের গাইড হাউস এবং কালিয়াকৈরের বাড়ৈপাড়াস্থ গার্ল গাইডস ক্যাম্পের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৯১১.৭৯ লক্ষ টাকা। গৃহীত কার্যক্রম চলমান

রয়েছে। ব্যয়িত অর্থ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ।

- 'মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজ, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও আগারগাঁও তালতলা সরকারি কলোনি উচ্চবিদ্যালয়ের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২৭৬১.৯২ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্মাণ কাজ চলমান। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৫০ শতাংশ।

নবনির্মিত ৭ তলা ভিতবিশিষ্ট ত্রিতল একাডেমিক ভবন, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

- 'ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ ও রাজউক উত্তরা মডেল কলেজের উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১৫০০.০০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয়িত অর্থ ১৪৯১.৪০ লক্ষ টাকা এবং ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হয়।

রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

- 'বরিশাল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৮৮১১.২৯ (পূর্ত ৬৩৩১.৪৮) লক্ষ টাকা। গৃহীত কার্যক্রমের গড় অগ্রগতি ৪০ শতাংশ এবং ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৯৪০.৭৫ লক্ষ টাকা।

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাদরাসাসমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৭৩৮২৪.০০ (পূর্ত ৬৮২০৯.৬৩) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ১০০০টি প্রতিষ্ঠানে চারতলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন (৩টি শ্রেণিকক্ষ, টয়লেট ব্লক ও সিঁড়িঘর) নির্মাণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে সমাপ্ত হয়েছে ৩০৫টি, চলমান ৫৭০টি এবং প্রক্রিয়াধীন ১১০টি। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২২৪৩৩.৫৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তব অগ্রগতি ৭০ শতাংশ।

ময়দানদীঘি দাখিল মাদরাসা, বোদা, পঞ্চগড়

- 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০০০.০০ লক্ষ টাকা (৮৩৩৯.৭০ লক্ষ টাকা)। ১টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, ৩য় শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, ৪র্থ শ্রেণির স্টাফ কোয়ার্টার, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, ট্রান্সফর্মার স্থাপন, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি সমাপ্ত, ১০টি চলমান আছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৭১৪৪.৩০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯১ শতাংশ।

- পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০৫৪৫.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৭৮৩২.১৪ লক্ষ টাকা)। ২টি

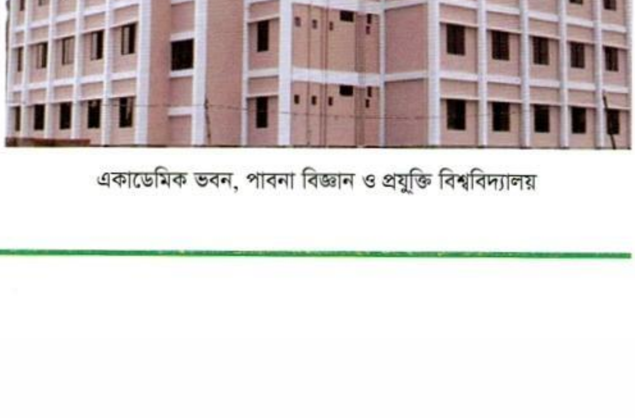

একাডেমিক ভবন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

একাডেমিক ভবন, ১টি ছাত্রী হল, ২টি প্রশাসনিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, উপাচার্যের বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি শিক্ষক/অফিসার্স ডরমিটরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র ও পাম্প হাউজ, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা ও গভীর নলকূপ ও ট্রান্সফর্মার স্থাপনসহ মোট ১৪টি অঙ্গের কাজ চলমান। এর মধ্যে ২টি সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৫৫০০.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৯০ শতাংশ।

- 'বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০৩৫০.০০ লক্ষ টাকা (পূর্ত-৮৭৬১ লক্ষ টাকা)। ১টি

একাডেমিক ভবন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

প্রশাসনিক ভবন, ৪টি একাডেমিক ভবন, ২টি ছাত্র হল, ১টি ছাত্রী হল, উপাচার্যের অফিস-কাম-বাসভবন, লাইব্রেরি ভবন, ২টি অফিসার্স ডরমিটরি, ২টি শিক্ষক ডরমিটরি, লাইব্রেরি ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, সেন্ট্রাল ক্যাফেটেরিয়া, সীমানা প্রাচীর, অভ্যন্তরীণ রাস্তা, বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র, পাম্প হাউজ, গভীর নলকূপ ও অভ্যন্তরীণ সারফেস ড্রেন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৫টির কাজ সমাপ্ত হয়েছে, ৫টি চলমান আছে। প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি ৮০৪৬.৫২ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত গড় অগ্রগতি ৯৭ শতাংশ।

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (২য় পর্যায়) শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপির প্রাক্কলিত মূল্য ৪৬৭৬.৯৭ (পূর্ত-৩২৮১.৯৭) লক্ষ টাকা। ১২ তলা ভিত বিশিষ্ট বিদ্যমান ৩ তলা ভবনের (৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত) উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ, স্যানিটারি ও পানি সরবরাহ, ইলেকট্রো ম্যাকানিক্যাল কাজ, ইন্টেরিওর ডেকোরেশন (নিচ তলা থেকে ৬ষ্ঠ তলা পর্যন্ত), অডিটোরিয়াম ডেকোরেশন এবং গেটসহ সীমানা প্রাচীর নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

- 'নির্বাচিত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে একাডেমিক ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৮৯৫৩২.০০ (পূর্ত-৮৩৫১৭.৯১) লক্ষ টাকা। ২১৩৪টি বিদ্যালয়ে ৩ তলা ভিত বিশিষ্ট একতলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ পয়ঃপ্রণালি, পানি সরবরাহ ও বিদ্যুতায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এর মধ্যে ২১৩১টির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৮৪৯৩০.০০ লক্ষ টাকা।

লড়িবাগ উচ্চ বিদ্যালয়, বুড়িচং, কুমিল্লা।

- ইডেন মহিলা কলেজে ২৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১০০০ আসন বিশিষ্ট একটি মহিলা হোস্টেলের নির্মাণ কাজ ২০১২ সনের জুন মাসে সমাপ্ত হয়েছে।

ছাত্রীনিবাস, ইডেন মহিলা কলেজ, লালবাগ, ঢাকা

- বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পটির নির্মাণ' কাজের ডিপিপি মূল্য ১০৪৪৮.০০ (পূর্ত-৮৮৫৫.০০) লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ৩৭১২.০০ লক্ষ টাকা এবং ক্রমপুঞ্জিত বাস্তব অগ্রগতি ৪২ শতাংশ।

- 'শেখ হাসিনা বালিকা উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ এর উন্নয়ন (১ম সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। এর ডিপিপি মূল্য ১৫২০.৭০ লক্ষ টাকা। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৫০৪.১৩ লক্ষ টাকা।

- 'বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসা শিক্ষার পরিবেশ উন্নীতকরণ (৯৫ টি মাদরাসা)' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ১০০৮৭.৩৬ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৯৫টি মাদরাসায় ৪তলা ফাউন্ডেশন বিশিষ্ট ১তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণসহ কম্পিউটার, মাল্টিমিডিয়া ও আসবাবপত্র সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

- 'পাইকগাছা কৃষি কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৪৫৩৬.১৪ লক্ষ টাকা। প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ও জমি অধিগ্রহণের কাজ চলছে।

- ''সখীপুর মহিলা কলেজের ৫০০ আসন বিশিষ্ট 'বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেছা ছাত্রী নিবাস' নির্মাণ, সখীপুর, টাঙ্গাইল" শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২২০২.০২ লক্ষ টাকা। এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।

- 'ফরিদপুর জেলায় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৫৩৪২.৩৮ (পূর্ত- ৩২৮৯.৭৬) লক্ষ টাকা। ৩০৩৩.১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন প্রকল্পটি ২০১০ সনে সমাপ্ত হয়েছে।

প্রশাসনিক ভবন, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর

কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং ভবন, ফরিদপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ফরিদপুর

- 'জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় উন্নয়ন' প্রকল্পটির নির্মাণ কাজের ডিপিপি মূল্য ৯৭৩৩.৫১ লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ৩টি অঙ্গের মধ্যে ১টি ৯০ শতাংশ, ১টি ৮০ শতাংশ অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২০০.০০ লক্ষ টাকা।

- 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গাজীপুর ক্যাম্পাসে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ভবন নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ৫৩৪.৪১ লক্ষ টাকা। ৫১০.৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রকল্পটি ২০১২ সনে সম্পন্ন হয়েছে।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের ভবন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর

- স্কিলস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের ডিপিপি মূল্য ৪৬০০০.৭০ (পূর্ত- ২১৯৬.৬৭) লক্ষ টাকা। প্রকল্পভুক্ত ১৯১টি অঙ্গের মধ্যে ৮টির নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে এবং চলমান রয়েছে ১৮৩টি। পূর্তকাজে প্রকল্পটির ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১৭৮৫.৩৬ লক্ষ টাকা এবং গৃহীত পূর্ত কাজের গড় অগ্রগতি ৯০ শতাংশ।

- 'মৌলভীবাজার জেলায় একটি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটির ডিপিপি মূল্য ২০৮৯.৫৭ (পূর্ত-১৪৫৪.৬০) লক্ষ টাকা। ১৪৪৬.৮০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্পটি ইতোমধ্যে ২০১১ সনের জুন মাসে সম্পন্ন হয়েছে এবং একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

ছাত্রাবাস, মৌলভীবাজার পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট, মৌলভীবাজার

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ
[Non-Government Teachers' Registration and Certification Authority (NTRCA)]

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ শিক্ষার সার্বিক গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মানসম্পন্ন, যোগ্য ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (NTRCA) প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ (এনটিআরসিএ) শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিচালনায় যাবতীয় কার্যক্রম Digitalized করা হয়েছে। ২০১২ সন থেকে এনটিআরসিএ-র নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সম্পূর্ণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ফলাফল প্রস্তুত ও প্রকাশ করা হচ্ছে।

- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষাসমূহে প্রার্থীদের আবেদনপত্র পূরণ, ফি জমা প্রবেশপত্র গ্রহণ ও প্রেরণসহ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সরবরাহ Online পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হচ্ছে।
- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার সকল আবেদনপত্রে Barcode যুক্ত করা হয়েছে;
- উত্তরপত্রের OMR ফরমে Barcode সংযোজন করা হয়েছে যা ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ কাজে সহায়ক হচ্ছে;
- Data Automation-এর মাধ্যমে ভেন্যু তালিকা, Roll Generate ও ছবিসহ স্বাক্ষরলিপি তৈরি করা হচ্ছে;
- দেশের সকল নিবন্ধিত শিক্ষক পদপ্রার্থীগণের নিবন্ধন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ প্রাপ্তি সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এনটিআরসিএ-র আইটি সেলে সংরক্ষণের জন্য সংগ্রহ করা হয়েছে;
- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীর ছবিসহ Online-এ ফলাফল প্রকাশ করা হচ্ছে;
- NTRCA কর্তৃক শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের Barcode-সম্বলিত সনদ বিতরণ করা হচ্ছে যা নকল ও জালিয়াতি রোধে সহায়ক হচ্ছে;
- স্কুল পর্যায়ে আরো একটি নতুন বিষয় পালি অন্তর্ভুক্ত করে সিলেবাস প্রণয়ন করা হয়েছে যা ৮ম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা ২০১২ হতে কার্যকর হয়েছে;
- এনটিআরসি-এর কর্মকতা-কর্মচারীদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে বিশেষজ্ঞ প্রশিক্ষক ও তথ্যজ্ঞ ব্যক্তিদের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

নিচে ২০০৯ হতে ২০১৩ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষার ফলাফল লেখচিত্রে দেখানো হলো :

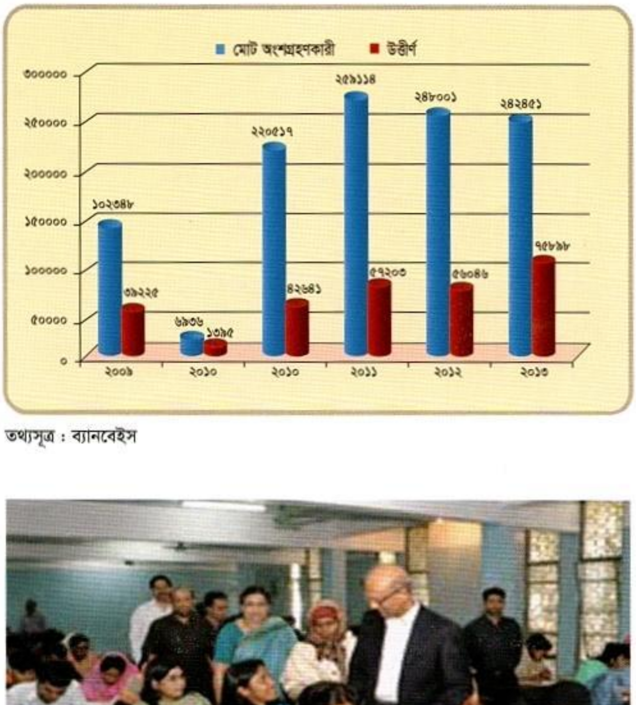

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী জনাব নুরুল ইসলাম নাহিদ এমপি, সপ্তম শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা পরিদর্শন করছেন। তাঁর সংগে রয়েছেন এনটিআরসিএ'র তৎকালীন চেয়ারম্যান বেগম মমতাজ আহমেদসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড (ঢাকা, কুমিল্লা, রাজশাহী, যশোর, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট ও দিনাজপুর)
[Board of Intermediate and Secondary Education (BISE)]

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডসমূহ দেশের সকল স্কুল ও কলেজের শিক্ষার্থীদের পাবলিক পরীক্ষা আয়োজন, ফল প্রকাশ এবং বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের একাডেমিক স্বীকৃতিসহ পাঠদানের অনুমতি প্রদান করে থাকে। সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য সকল শিক্ষা বোর্ডে প্রদত্ত সেবাসমূহকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সেবাগ্রহিতাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ছাড়াও সামগ্রিক শিক্ষার মানোন্নয়নে পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার করা হয়েছে। বর্তমানে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে।

শিক্ষাবোর্ড ভবন, দিনাজপুর

ওয়েবসাইট উন্নয়ন

অনলাইনে সেবাগ্রহিতাদের নিকট সেবাসমূহ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড সমূহের ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে। এতে প্রতিদিন তথ্য হালনাগাদ করা হয়ে থাকে। বোর্ডের চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ওয়েবসাইট হালনাগাদ করার কাজটি সম্পন্ন হয়। ইতোমধ্যে চালুকৃত ডাইনামিক ওয়েবসাইট ব্যবহারকারীদের নজর কেড়েছে।

ওয়েব পোর্টাল তৈরি

বোর্ডের আওতাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে নিবিড়ভাবে ডিজিটাল সুবিধা দেওয়া এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে তদারকি করার লক্ষ্যে বোর্ডের ডোমেইনের অধীনে প্রায় সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েব পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। দক্ষতার সাথে ইন্টারনেটে যোগাযোগের জন্য শিক্ষকগণকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

EIIN ভিত্তিক e-mail ঠিকানা তৈরি

EIIN হচ্ছে বোর্ডের অধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ইউনিক পরিচিতি নম্বর। এ নম্বর ব্যবহার করে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে তথ্য আদান-প্রদানের জন্য e-mail ঠিকানা তৈরি করে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে দ্রুত ও স্বল্প ব্যয়ে সেবাগ্রহিতারা তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর সেবা পাচ্ছেন।

শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া (e-SIF : Electronic Student Information Form)

অনলাইনে শিক্ষার্থীদের তথ্য পূরণ করে রেজিস্ট্রেশন করার পদ্ধতিই e-SIF। এ পদ্ধতিতে রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে। ২০১০ সনে কয়েকটি প্রতিষ্ঠানে পাইলটিং প্রকল্পের মাধ্যমে e-SIF শুরু হয়ে ২০১১ সন থেকে সকল প্রতিষ্ঠানে e-SIF এর মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

পরীক্ষার ফরম পূরণ (e-FF : Electronic Form Fillup)

পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীদের তথ্য অনলাইনে বোর্ডে প্রেরণের পদ্ধতিই e-FF পদ্ধতিতে ফরম পূরণ প্রক্রিয়া চালু করার লক্ষ্যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এতে স্বল্প সময়ে এবং ব্যয়ে শিক্ষার্থীদের ফরম পূরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হচ্ছে।

নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষা শুরু ও ফল প্রকাশ

পরীক্ষা শুরু ও ফল প্রকাশের ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে নির্ধারিত কোন সময় সূচি ছিল না। ২০০৯ সন থেকে পাবলিক পরীক্ষাসমূহ পূর্বঘোষিত তারিখ অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এসএসসি পরীক্ষা প্রতি বছর ১ ফেব্রুয়ারি, এইচএসসি পরীক্ষা ১ এপ্রিল ও ২০১০ সন থেকে জেএসসি পরীক্ষা ১ নভেম্বর নিয়মিত শুরু হয়েছে এবং নির্ধারিত তারিখে ফল প্রকাশ করা হচ্ছে।

ফলাফল প্রকাশের পর শিক্ষার্থীদের উল্লাস

শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক বেধে দেওয়া নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার ফল প্রকাশ এক অভূতপূর্ব সাফল্য। এখন ৬০(ষাট) দিনের মধ্যে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল নিয়মিত প্রকাশ করা হচেছ। জেএসসি পরীক্ষার ফল ৩১ ডিসেম্বরের আগেই প্রকাশ করা হচ্ছে।

সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতির সূচনা

- শিক্ষার মানোন্নয়নে ২০১০ সনে এসএসসি পরীক্ষায় ২টি বিষয় এবং জেএসসি পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১১ সনে জেএসসি পরীক্ষায় ৬টি বিষয়ে (০৯টি পত্র), এসএসসি পরীক্ষায় ৭টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১২ সন থেকে এসএসসি পরীক্ষায় ১৮টি বিষয় (২১টি পত্র) সৃজনশীল পদ্ধতিতে, এইচএসসি পর্যায়ে ০১টি বিষয়ের ০১ টি পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৩ সনে এইচএসসিতে ০৪টি বিষয়ের ০৭টি পত্রে গ্রহণ করা হয়েছে। সৃজনশীল পদ্ধতির বিষয়ে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন হয়েছে এবং উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ে পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে।

শিক্ষক ডাটা ব্যাংক (TIF)

সকল সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষকদের তথ্য অনলাইনে সংগ্রহ করে ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে। এর ফলে যোগ্যতা , অভিজ্ঞতা ও স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সেটার, মডারেটর ও পরীক্ষক নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে।

তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ

২০০৯ সন থেকেই তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল প্রকাশ শুরু করা হয়। বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহারে ফল প্রকাশ হয়ে পড়েছে পেপারলেস;

- সকল পরীক্ষার দৈনিক প্রতিবেদন অনলাইনে সংগ্রহ করা হচ্ছে;
- ই-মেইলের মাধ্যমে পরীক্ষার ফল সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠানো হচ্ছে;

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- সকল বোর্ডের ওয়েবসাইটে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওয়েবমেইলে ফল প্রকাশ ও মোবাইল ফোনে SMS এর মাধ্যমে ফল প্রকাশ হচ্ছে।

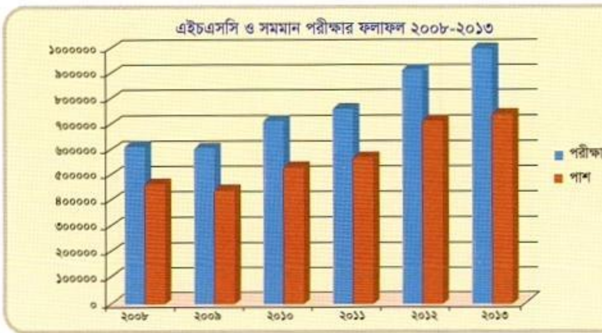

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

জেএসসি পরীক্ষা

২০১০ সনে থেকে সারাদেশে ১ম বারের মত ৮ম শ্রেণির বার্ষিক ও বৃত্তি পরীক্ষার পরিবর্তে জেএসসি পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। শিক্ষা বোর্ডসমূহ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জেএসসি পরীক্ষা গ্রহণ ও ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ফল প্রকাশ করছে। ফলে ১ জানুয়ারি হতে ৯ম শ্রেণির ক্লাশ শুরু করা সম্ভব হচেছ।

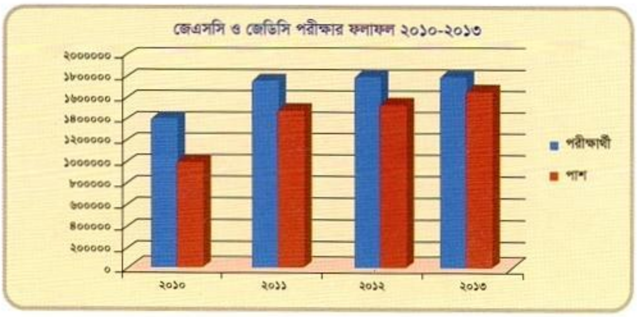

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণ

পরীক্ষার ফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন বর্তমানে SMS এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এতে অল্প সময়ে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন গ্রহণ করা হয় এবং আবেদনকারীকে বোর্ডে আসার প্রয়োজন হয় না।

সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

আগে শুধু পাশের হার এবং জিপিএ ৫ প্রাপ্তির উপর সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা হতো। এ প্রক্রিয়ায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঠিক মূল্যায়ন নিয়ে বিশেষজ্ঞ মহলে বিতর্ক ছিল। এক্ষেত্রে সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচনে পরিবর্তন আনা হয়েছে। এর ফলে কলেজ, সংশ্লিষ্ট শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে শিক্ষার মানোন্নয়নে প্রতিযোগিতার মনোভাব তৈরি হয়েছে ও ঝরে পড়ার হার কমছে।

ভর্তি কার্যক্রম

- একাদশ শ্রেণিতে ভর্তির জন্যে অনলাইনে ডাটা নিয়ে Ranking করা হয়। Ranking এর ফল ই-মেইলের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে পাঠানো হচ্ছে;
- ২০১১ সন হতে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণিতে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে OnLine এ ভর্তি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হচেছ;
- ৯ম শ্রেণিতে ভর্তির ক্ষেত্রেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী ভর্তির মেধাক্রম তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড
[Bangladesh Technical Education Board (BTEB)]

বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষাক্রম অনুমোদন, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও সনদপত্র প্রদান করে থাকে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড। দেশের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ও সার্টিফিকেট পর্যায়ে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন স্তরের পরীক্ষা গ্রহণ, শিক্ষাক্রম নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন ইত্যাদি দায়িত্ব বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের উপর ন্যস্ত।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে শিক্ষার্থীদের র‍্যালি

- কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের TO&E (টিওএন্ডই) হালনাগাদ করা হয়েছে;
- অনলাইনে শিক্ষার্থীদের রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

122.99.97.22/bteb_erif/registration_report_hsc.php?page=0

Back | Logout

Bangladesh Technical Education Board

Electronic Registration Information Form (e-RIF) - 2013
HSC (Vocational)

Print 03/10/2013

Session : 2013-14

Technical School And College (53014)

Sl. No.	STUDENT NAME / FATHER NAME	MOTHER NAME / Date of Birth	Trade/Tech. / Shift.	Gender / Religion	Optional Subjects	SSC Year / SSC Board	SSC Roll / SSC GPA			Student Signature
6	SHAYMOL CHANDRA DAS / SHANKOR CHANDRA DAS	SABITRI RANI DAS / 03/03/1997	(23) Building Maintenance and Construction	Male / Hindu	1314-Agriculture 1	2013 / BTEB	468557 / 3.92		Edit	
7	ABDUL JALIL / HAJI ABDUL SOBAN	SOFIA BEGUM / 04/03/1997	(23) Building Maintenance and Construction	Male / Islam	1314-Agriculture 1	2013 / BTEB	468577 / 4.31		Edit	
8	MD. ASHIKUR RAHMAN ASHIK / MD. SAMSUL ISLAM	KHADIZA BEGUM / 20/06/1997	(23) Building Maintenance and Construction	Male / Islam	1314-Agriculture 1	2013 / BTEB	468544 / 3.85		Edit	
9	ABDUR RAHMAN BHUIYAN / ABDUL HAQUE BHUIYAN	HUSNE ARA BEGUM / 11/01/1997	(23) Building Maintenance and Construction	Male / Islam	1314-Agriculture 1	2013 / BTEB	468540 / 4.15		Edit	
10	MD. SOHAG MIAH / MD. NANNU MIAH	MOST. PARVIN BEGUM / 04/03/1997	(23) Building Maintenance and Construction	Male / Islam	1314-Agriculture 1	2013 / BTEB	468585 / 3.65		Edit	

- অনলাইন রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কোর্সে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করা হয়। রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থীদের তালিকা অনলাইনে ছবিসহ প্রদর্শিত হয়ে থাকে।

- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড ও বৃটিশ কাউন্সিলের যৌথ উদ্যোগে The Enterprise Challenge Award Competition -৭টি বিভাগীয় শহরসহ মোট ৮টি ভেন্যুতে প্রতিবছর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এন্টারপ্রাইজ চ্যালেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড কম্পিটিশন ২০১২-এর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতা ২৯ ডিসেম্বর ২০১২ রূপসী বাংলা হোটেল, শাহবাগ, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

- গণমাধ্যমে কারিগরি শিক্ষার (১ বছরব্যাপী) সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের বিশেষ ভিডিও চিত্র প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- ২০ তলা ভিতের উপর ১০ তলা ভবন নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের নতুন ভবন

শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়ন

- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার ও ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি শিক্ষাক্রমে ৪৩টি টেকনোলজির সিলেবাস যুগোপযোগী ও পরিমার্জন করে প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- এসএসসি(ভোকেশনাল) ও দাখিল(ভোকেশনাল) এইচএসসি(বিএম) শিক্ষাক্রমের সাধারণ ও ট্রেড পাঠ্যসূচি যুগোপযোগী ও আধুনিক করা হয়েছে। এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে বই বিতরণ করা হয়েছে।
- ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং, ডিপ্লোমা ইন টেক্সটাইল, ডিপ্লোমা ইন এগ্রিকালচার, ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনোলজি, এইচএসসি(বিএম), এসএসসি (ভোকেশনাল) ও দাখিল (ভোকেশনাল) এবং জাতীয় দক্ষতামান বেসিক (৩৬০ ঘন্টা) শিক্ষাক্রমের নতুন ২৪১২টি প্রতিষ্ঠান অ্যাফিলিয়েশন প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। নিচে প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার দেখানো হল :

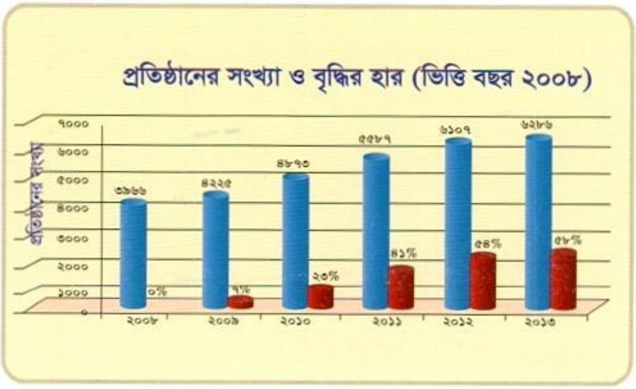

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- এসএসসি (ভোকেশনাল) শিক্ষাক্রমের পাঠদানরত সরকারি ও বেসরকারি এবং স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মোট ৪২৯টি প্রতিষ্ঠানের ৪২৯ জন শিক্ষককে বাংলা ও ৪২৯ জন শিক্ষককে ধর্ম বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্র প্রণয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং এন্ড অ্যাসেসমেন্ট কার্যক্রম শুরু হয়েছে।
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতি ২০১১তে বর্ণিত জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামো ('NTVQF') বাস্তবায়নের জন্য 'Quality Assurance Manual' প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।
- জাতীয় কারিগরি ও বৃত্তিমূলক যোগ্যতা কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন 'Occupation' এর ৫১টি স্ট্যান্ডার্ড এবং 'Accreditation Document' প্রণয়ন করে বোর্ড সভায় অনুমোদন নেওয়া হয়েছে।
- বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন দেশের ১৭টি প্রতিষ্ঠানে কম্পিটেন্সি বেইজড ট্রেনিং কোর্স পরিচালনা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ৯০ জন শিক্ষক ও ১১৫ জন শিল্প সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে 'NTVQF'-এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান করা হয়েছে।

বিবরণ		২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩
প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা		৪২২৫	৪৮৭৩	৫৫৮৭	৬১০৭	৬২৮৬
প্রতিষ্ঠান বৃদ্ধির হার (%)		৭%	২৩%	৪১%	৫৪%	৫৮%
রেজিস্ট্রেশনকৃত শিক্ষার্থী সংখ্যা		২৬১১৩৮	৩০৩০৪২	৩০১৫৩৯	৩৯৬৫৯৯	৪৫৮৪৩৯
শিক্ষার্থী বৃদ্ধির হার (%)		৩%	২০%	১৯%	৫৭%	৮১%

NTVQF- এর আওতায় প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছ থেকে সনদ গ্রহণ করছেন প্রশিক্ষণার্থী

- ফলাফল বিপর্যয়ের কারণে এসএসসি (ভোক.) ও দাখিল (ভোক.)-এর ২৩টি প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে এবং এ সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ১৮টি বেসরকারি মেডিকেল ইনস্টিটিউট ও এসএসসি (ভোক.) শিক্ষাক্রম পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের ৯৮টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ জারি করা হয়।

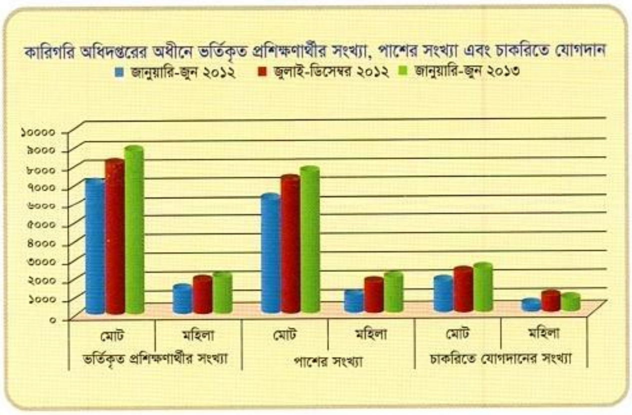

তথ্যসূত্র : ব্যানবেইস

- বোর্ডের আওতাধীন ১,৯৭৪টি বেসরকারি (ভোক.) প্রতিষ্ঠান মনিটরিং করা হয়েছে। এর মধ্যে ঢাকা জেলার বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৫১টি প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বোর্ডের আওতাধীন বেসরকারি ৬৬১টি প্রতিষ্ঠান (বেসরকারি ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল/ টেক্সটাইল/ এগ্রিকালচার) মনিটরিং করে প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। পরিদর্শন প্রতিবেদনের আলোকে প্রতিষ্ঠানগুলোকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হয়েছে।
- বোর্ডের নীতিমালা অনুযায়ী যেসব ডিপ্লোমা (ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল/টেক্সটাইল/এগ্রিকালচার) প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পর থেকে ভাড়া বাড়িতে একাডেমিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রতিষ্ঠানগুলো নিজস্ব ভবন নির্মাণ করে কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশসহ সতর্কীকরণ পত্র দেওয়া হয়েছে।
- এসএসসি ও এইচএসসি সমমান পরীক্ষার ফলাফল আর্কাইভ-এর মাধ্যমে সংরক্ষণ এবং ফলাফল অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- বোর্ডের সকল প্রকার নোটিশ, বিজ্ঞপ্তি, পরীক্ষার সিলেবাস, রুটিন, শিক্ষা বর্ষপঞ্জি, কোর্স-স্ট্রাকচার, প্রবিধান ইত্যাদি বোর্ডের ওয়েবসাইট (www.bteb.gov.bd)-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়েছে।
- সকল পরীক্ষার রেজাল্ট এসএমএস-এর মাধ্যমে প্রকাশ এবং অনলাইনে পরীক্ষার নম্বরপত্র সংগ্রহের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।
- অনলাইনের মাধ্যমে নম্বর প্রদানের জন্য ৩০০০ প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

কর্মশালা, বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড [Bangladesh Madrasa Education Board (BMEB)]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড সরকারের বিভিন্ন প্রজ্ঞাপন ও পরিপত্রের আলোকে মাদরাসার পাঠদান অনুমতি, বিষয় ও বিভাগ খোলা, স্বীকৃতি প্রদান, শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও উন্নয়ন, মাদরাসা পরিদর্শন ও মাদরাসা কার্যক্রম পরীক্ষণ, মাদরাসার ম্যানেজিং কমিটি ও গভর্নিং বডি অনুমোদন, শিক্ষার্থী নিবন্ধন, পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ, ফল প্রকাশ এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে সনদ বিতরণ ইত্যাদি কাজ সম্পাদন করে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর আলোকে মাদরাসা শিক্ষা

শিক্ষাকে আধুনিক, যুগোপযোগী ও সময়ের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধান করার লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসা শিক্ষার সংস্কারের পদক্ষেপ হিসেবে ইসলামের আদর্শ, আবহ ও ভাবগাম্ভীর্য অক্ষুণ্ন রেখে অন্যান্য শিক্ষাধারার সমমান প্রদান এবং মাদরাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ এর নির্দেশনার আলোকে মাদরাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১ম শ্রেণি থেকে আলিম শ্রেণি পর্যন্ত কোরআন, আকাইদ ও ফিকাহ, আরবি ও হাদিস বিষয়ের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে। এর পাশাপাশি বিদ্যমান সাধারণ শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্য রেখে মাদরাসা শিক্ষার জন্য মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত আরবি বিষয়সমূহ ব্যতীত অভিন্ন শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ, NCTB-এর মাধ্যমে পাঠ্যপুস্তক রচনা, মুদ্রণ ও বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষাক্রমে কৃষি, কম্পিউটার শিক্ষা, তথ্যপ্রযুক্তিসহ প্রতিযোগিতামূলক, আধুনিক ও জীবনমুখী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সাধারণ বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকসমূহ জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে মাদরাসার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করার লক্ষ্যে ৩টি কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রবর্তন

মাদরাসা শিক্ষার দাখিল ও আলিম পর্যায়ে সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণের পদক্ষেপ, সৃজনশীল পদ্ধতির ওপর শিক্ষকদের বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। SESDP প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্টদের বিভিন্ন দেশভ্রমণের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অধীনে ইতোমধ্যেই প্রায় ৩৭,০০০ শিক্ষককে বিষয়ভিত্তিক ও মাস্টার প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

মাদরাসার অবকাঠামোগত উন্নয়ন

মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে ১২৬৬ কোটি টাকার বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে ১০০০ মাদরাসায় বহুতল ভবন নির্মাণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ১০১ কোটি টাকা ব্যয়ে বাংলাদেশের নির্বাচিত মাদরাসাসমূহের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে ৯৫টি মাদরাসায় শিক্ষার উন্নত পরিবেশ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন, শ্রেণিকক্ষ আধুনিকায়ন, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ৫২৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষায় বৃত্তি চালুকরণ

জাতীয় ভিত্তিতে জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষা গ্রহণ এবং মেধার ভিত্তিতে বৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাদরাসা শিক্ষা ধারার ইবতেদায়ি স্তরে ২০১৩ সালে ১ম বারের মত ইবতেদায়ি শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে ৫ হাজার শিক্ষার্থীকে ট্যালেন্টপুল এবং ১০ হাজার শিক্ষার্থীকে সাধারণ গ্রেডে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

স্বল্প সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ ও ফলাফল প্রকাশ

প্রতিবছর জাতীয় ভিত্তিতে নির্ধারিত সময়ে ইবতেদায়ি, জেডিসি, দাখিল ও আলিম পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। ইবতেদায়ি ও জেডিসি পরীক্ষা গ্রহণ শেষে ৩০ দিনের মধ্যে ফলাফল প্রকাশ এবং দাখিল ও আলিম পরীক্ষা গ্রহণ শেষে সাধারণ বোর্ডের ন্যায় ৬০ দিনের মধ্যে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

মাদরাসা শিক্ষায় তথ্যপ্রযুক্তির সফল ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে অনলাইনের মাধ্যমে জেডিসি, দাখিল ও আলিম শিক্ষার্থীদের নিবন্ধন (e-SIF), পরীক্ষার ফরম পূরণ (e-FF), পরীক্ষা গ্রহণের যাবতীয় কার্যক্রম, ফলাফল প্রক্রিয়াকরণ ও প্রকাশ, ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণ, নম্বরপত্র, সনদপত্র প্রদান ও পরীক্ষক নিয়োগসহ যাবতীয় কার্যক্রম তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। পরীক্ষার ফলাফল সহজে ও স্বল্প সময়ে প্রাপ্তির লক্ষ্যে এসএমএস পদ্ধতি চালুকরণ, ফলাফল পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন এসএমএস এর মাধ্যমে গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলি অটোমেশন এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে।

বোর্ডের কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার

বোর্ডের ওয়েবসাইটের আর্কাইভে বিগত ১৫ বছরের ডাটা সংরক্ষণ রয়েছে। এ সকল তথ্য দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়, বিদেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের প্রয়োজন অনুসারে যাচাই করে নিতে পারে। বোর্ডের দৈনন্দিন কার্যক্রমের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত, অফিস আদেশ, বিজ্ঞপ্তি, বিভিন্ন রকম ফরম ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সহজেই প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে পৌছে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া দেশের সকল মাদরাসায় ওয়েবসাইট খোলার কার্যক্রমটি প্রক্রিয়াধীন আছে।

মাদরাসা শিক্ষকদের মর্যাদা বৃদ্ধি

সরকারি সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাদরাসার অধ্যক্ষদের বেতনস্কেল কলেজের অধ্যক্ষ এবং মাদরাসার সুপারদের বেতনস্কেল মাধ্যমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের সমমানে উন্নীত করা হয়েছে। মাদরাসার শিক্ষকদের চিকিৎসা ভাতা দ্বিগুণ ও বাড়ি ভাড়া ভাতা ৫০০ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া স্বতন্ত্র ইবতেদায়ি মাদরাসার শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ করা হয়েছে।

মাদরাসায় উচ্চশিক্ষা চালু ও সমপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হিসেবে স্বীকৃতি

মাদরাসা শিক্ষার সকল স্তরকে সাধারণ শিক্ষার সমমান প্রদানের মাধ্যমে সকলের জন্য সমপ্রতিযোগিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছে। ৩১টি মাদরাসায় ফাজিল শ্রেণিতে ৪টি বিষয়ে অনার্স কোর্স চালু হয়েছে।

মাদরাসা শিক্ষকদের জন্য উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ

মাদরাসার শিক্ষকদের জন্য সাধারণ শিক্ষার বিএড ও এমএড এর ন্যায় BMTTI এর মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন বিএমএড কোর্স চালু করা হয়েছে। এছাড়াও মাদরাসার প্রধানদের জন্য জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থা একাডেমি (নায়েম), ব্যানবেইজ ও বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট (বিএমটিটিআই) এর মাধ্যমে তথ্য-প্রযুক্তি, শিক্ষা উন্নয়ন, পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

পৃথক মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষার প্রসার, উন্নয়ন, সুষ্ঠু ও সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আলাদা মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা

মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরের একাডেমিক সুপারভিশন, পরীক্ষা গ্রহণ, সার্টিফিকেট প্রদান ও সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একটি স্বতন্ত্র অ্যাফিলিয়েটিং ইসলামি-আরবি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা

১০০ টি মাদরাসায় কারিগরি শিক্ষা কোর্স চালু করা হয়েছে। ৩৩টি মাদরাসাকে মডেল মাদরাসা হিসেবে ঘোষণা করে এসব মাদরাসায় অত্যাধুনিক ভবন নির্মাণ, উন্নতমানের আসবাবপত্র সরবরাহ, কম্পিউটার ল্যাব স্থাপন, প্রয়োজনীয় উপকরণসহ কম্পিউটার প্রদান এবং উন্নত শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধা দূরীকরণ

মাদরাসা শিক্ষার্থীদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির বাধাসমূহ দূরীকরণের লক্ষ্যে মাদরাসার পাঠ্যসূচিতে সাধারণ শিক্ষার অনুরূপ বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে সমান নম্বর বরাদ্দ করা হয়েছে।

মাদরাসার শিক্ষাকে প্রকল্পভুক্তকরণ

ADB-এর অর্থায়নে Capacity Development for Madrasah Education প্রকল্পের অধীনে মাদরাসা শিক্ষার উন্নয়নে সমীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা এবং সুপারিশের আলোকে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া ADB-এর আর্থিক সহায়তায় নির্বাচিত মাদরাসাসমূহে উন্নতমানের সরঞ্জামাদি সরবরাহ ও কারিগরি ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে।

ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট ফর মাদরাসা এডুকেশন এবং জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০ বিষয়ক মত বিনিময় সভা।

বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ

১ম শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত মাদরাসার সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যবই বছরের প্রথম দিনেই বিতরণ করা হচ্ছে। এ ছাড়াও সাধারণ শিক্ষাধারার পাঠ্যবইগুলোকে মাদরাসা শিক্ষার বৈশিষ্ট্য উপযোগী করে পরিমার্জন করা হয়েছে।

- এ সময় পরিধিতে ১৩০৩টি মাদরাসায় দাখিল ও আলিম স্তরে পাঠদানের অনুমতি, একাডেমিক স্বীকৃতি, বিজ্ঞান বিষয়ে পাঠদানের অনুমতি ও দাখিল স্তরে কম্পিউটার বিষয় খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Bangladesh Madrasa Teachers Training Institute (BMTTI)]

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বিএমটিটিআই) মাদরাসা শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য সরকারি ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান।

ইনস্টিটিউটে চলমান রয়েছে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম। যেমন- (১) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য ব্যবহারিক আরবি ভাষা, Communicative English, গণিত, বিজ্ঞান, আল-কুরআন, ইসলামের ইতিহাস এবং বাংলা বিষয়ের শিক্ষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (২) সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) মাদরাসা প্রধানদের জন্য তিন সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স এবং (৩) সিনিয়র (আলিম, ফাজিল ও কামিল) বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের জন্য আরবি, ইংরেজি, গণিত ও জীববিদ্যা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকদের জন্য চার সপ্তাহব্যাপী বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্স (৪) ইবতেদায়ি মাদরাসা প্রধানদের জন্য দুই সপ্তাহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স।

ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পূর্বপাশে অবস্থিত বিএমটিটিআই-এর মূল ফটক

সরকার অনুমোদিত/নির্দেশিত বিভিন্ন প্রকল্পের সেমিনার, ওয়ার্কশপ ও স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনায় সহায়ক সমস্ত সুবিধা বিদ্যমান রয়েছে--৬৮ সিট বিশিষ্ট মহিলা হোস্টেল, ২০০ সিট বিশিষ্ট পুরুষ হোস্টেল, প্রজেক্টর ব্যবহারের সুবিধাসহ পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ, লাইব্রেরি, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টরসহ ৪০(চল্লিশ) টি কম্পিউটার সমৃদ্ধ দু-টি কম্পিউটার ল্যাব, একটি অত্যাধুনিক ল্যাংগুয়েজ ল্যাব , জেনারেটর ইত্যাদি। রয়েছে TQI-SEP কর্তৃক নির্মিত ৩ তলা বিশিষ্ট মাল্টিপারপাস ভবন।

প্রশিক্ষণে দলীয় কাজে ব্যস্ত প্রশিক্ষণার্থীরা

প্রশিক্ষণের নিয়মিত কার্যক্রম ভলিবল খেলায় প্রশিক্ষণার্থীরা

- ২০০৯-২০১৩ সময়ে বিভিন্ন অর্থবছরে সিনিয়র মাদরাসার সুপারইনটেনডেন্টদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে

১৮৭৯ জন সুপার ও ইবতেদায়ি স্তরে প্রতিষ্ঠান প্রধানদের জন্য শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থপনা প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪৮২ জন শিক্ষক এবং দাখিল স্তরে বিষয়ভিত্তিক প্রশিক্ষণে ৪৩৮৫ জন শিক্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ

দাখিল স্তরের মাদরাসা প্রধানদের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্সের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি সৌদি রাষ্ট্রদূত ড. আব্দুল্লাহ বিন নাসের আল-বুসাইরি (বাম থেকে দ্বিতীয়) ।

- এ পর্যন্ত ০১ বছরের ব্যাচেলর অব মাদরাসা এডুকেশন (বিএমএড) কোর্স (বিএড সমমান) সম্পন্ন করেছেন ৭৫ জন মাদরাসা শিক্ষক।

প্রতিদিন সকালে প্রশিক্ষণার্থীদের পিটি প্যারেডে অংশগ্রহণ

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর
[Directorate of Inspection and Audit (DIA)]

পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের গুণগত ও পরিমাণগত নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

- সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিত করে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা এবং তদন্ত প্রতিবেদনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে মন্ত্রণালয় ও মাউশি অধিদপ্তরে প্রতিবেদন প্রেরিত হয়েছে। প্রতিবেদনে ভুয়া ও জাল শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও নিবন্ধন সনদের মাধ্যমে শিক্ষক ও কর্মচারীর নিয়োগ চিহ্নিতকরণ এবং জাল সনদের মাধ্যমে নিয়োকৃত কতিপয় শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করা হয়েছে ।
- ২০০৯-২০১৩ সময়ে ৬৮৯১ স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা পরিদর্শন ও নিরীক্ষণ করা হয়েছে।
- ৩৫৫টি প্রতিষ্ঠান বিশেষভাবে তদন্ত করা হয়েছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অবৈধভাবে গৃহীত সরকারি বেতনভাতাদি সরকারি কোষাগারে ফেরতের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

  বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক কর্মচারী কর্তৃক অবৈধভাবে সরকারি টাকা গ্রহণের প্রবণতা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রশাসনিক অনিয়ম কমেছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়। কর্মশালার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণসহ শিক্ষক-কর্মচারীদেরকে শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান এবং এর মাধ্যমে আর্থিক, প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে-

  ক. শিক্ষকরা পাঠদানসহ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালনে আগ্রহী হয়েছেন।

  খ. শিক্ষার্থীদের প্রতি শিক্ষকদের নজরদারি বৃদ্ধি পায়। এবং

  গ. এ সময়ে বিভিন্নস্তরের পরীক্ষায় পাশের হার বৃদ্ধি পেয়েছে।
- প্রতিষ্ঠানের জন্য সরকারি বরাদ্দকৃত অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার হচ্ছে ও অপচয় হ্রাস পেয়েছে।
- আগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ভ্যাট ও ট্যাক্স আদায় হতো না। বর্তমান সরকারের আমলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনে ভ্যাট ও ট্যাক্স বাবদ টাকা সরকারি খাতে জমা দেওয়ার সুপারিশ রাখা হয়েছে।
- অধিদপ্তরের পর্যবেক্ষণের কারণে বর্তমানে বিভিন্ন বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কাঠামো বহির্ভূত শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ প্রায় শূন্যে-নেমে এসেছে।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোচিং ও ভর্তি বাণিজ্য এবং পরীক্ষার ফিসহ অতিরিক্ত অর্থ আদায় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেহাত হওয়া সম্পত্তি উদ্ধারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।
- ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের জন্য মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন কার্যক্রমে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর যোগাযোগের মাধ্যমে পরিদর্শন ব্যবস্থা ত্বরান্বিত করা ও গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি সংরক্ষণ করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে আইসিটি সেল গঠনের প্রস্তাব শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।
- সরকারের রূপকল্প ২০২১ এর শিক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রমকে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি স্কুল, কলেজ ও মাদরাসাসমূহ পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করে পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষা প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করা হয়েছে।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে প্রকৃত দেশপ্রেম জাগ্রতকরণের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধের সঠিক ইতিহাস সম্পর্কে জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা হয়।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে ইভটিজিং প্রতিরোধে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা হয়। শিক্ষার্থীদের নৈতিক, মানবিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক মূল্যবোধসহ অসাম্প্রদায়িক চেতনা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

- মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করে তোলা ও তাদের চিন্তা-চেতনায়. দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবোধ ন্যায়বোধ অসাম্প্রদায়িক-চেতনাবোধ, কর্তব্যবোধ, মানবাধিকার সচেতনতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা, শৃংখলা, সৎ জীবনযাপনের মানসিকতা, সৌহার্দ্য, অধ্যবসায়ী হওয়ার পদক্ষেপ গ্রহণে পরামর্শ দেওয়া হয়।
- প্রতি মাসে কর্মকর্তাগণ পরিদর্শনকালীন কর্মশালায় অংশীজনের সাথে নৈতিকতা, শুদ্ধাচার, সুশাসন, শিক্ষানীতি ইত্যাদি বিষয়ে মত বিনিময় করে থাকেন ।
- পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে মহিলা শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে মহিলা কোটা যথাযথভাবে পূরণে কঠোর তদারকির কারণে নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নেতৃত্ব এবং নারীশিক্ষা প্রসারে ব্যাপক সাফল্য অর্জিত হয়েছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস জাতীয় শোকদিবসসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের ক্ষেত্রে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষার মাধ্যমে আর্থিক দুর্নীতি প্রতিরোধসহ মানসম্মত শিক্ষাব্যবস্থা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুষ্ঠু আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা এবং শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল, কলেজ ও মাদরাসা নিয়মিত পরিদর্শন, নিরীক্ষা ও তদন্ত কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে । এ কার্যক্রম জোরদার করতে পরিকল্পিত সময়াবদ্ধ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
[Bangladesh Bureau of Educational Information & Statistics (BANBEIS)]

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) দেশের পোস্ট প্রাইমারি শিক্ষা স্তরে বর্তমানে প্রায় ৩৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে থাকে। প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা সম্পর্কিত সকল তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যানবেইস জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

২০০৯ সন থেকে ব্যানবেইস নিয়মিতভাবে প্রতি বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক জরিপ পরিচালনা করছে। এ পর্যন্ত মোট ৬ (ছয়)টি জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। বার্ষিক জরিপ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য সম্বলিত ডাটাবেজ নিয়মিত হালনাগাদ করা হয়েছে। পাশাপাশি এর মাধ্যমে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন কেপিআই (Key Performance Indicators) তৈরির মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জিত অগ্রগতি পরিমাপ করা সম্ভব হচ্ছে। এর মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলসমূহের সঠিক চিত্র তুলে ধরার লক্ষ্যে ২০১০ সনে দেশের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত করে। এ জরিপের মাধ্যমে দেশের প্রাথমিকোত্তর স্তরের সকল ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পূর্ণাঙ্গ তালিকা প্রণয়ন এবং ডাটাবেজ তৈরি করা হয়।

এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় টিকিউআই-২ (Teaching Quality Improvement Projet-২) প্রকল্পের আওতায় মাধ্যমিক স্তরের সকল শিক্ষকের একটি ডাটাবেজ প্রণয়নের লক্ষ্যে ব্যানবেইস দ্বি-বার্ষিক জাতীয় শিক্ষক শুমারি ২০১৩ পরিচালনা করে। এর মাধ্যমে মাধ্যমিক স্তরের ৩,১২,৪৭৯ জন শিক্ষকের তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেজ তৈরি করা হয়েছে।

জিআইএস কার্যক্রম

শিক্ষাক্ষেত্রে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে সহজতর করার লক্ষ্যে ব্যানবেইস দেশের সকল প্রাথমিকোত্তর স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এডুকেশন জিআইএস বাস্তবায়ন করছে। ২০১০ সন হতে ব্যানবেইস জিপিএস ডিভাইসের মাধ্যমে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অবস্থানিক তথ্য নির্ণয় করে তা ব্যানবেইসের ডাটাবেজের সাথে সংযুক্ত করেছে। এডুকেশন জিআইএসের মাধ্যমে ব্যানবেইস শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাপ্যতা নির্ধারণ, একাডেমিক স্বীকৃতি ও অনুমতি সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সহায়তা করছে।

গবেষণা

শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ব্যানবেইস বিগত ৫ বছরে প্রায় ২০টি গবেষণা করেছে। ব্যানবেইস কর্তৃক পরিচালিত উল্লেখযোগ্য গবেষণা কার্যক্রম হলো:

Using Qualitative Research to Enhance Understanding of Madrasah Sub sector, Study on the Education Status of Children in Selected Slum Areas-2010, Study on Teaching Learning Environment in Secondary Schools: Students' Perspectives 2010

লাইব্রেরি ও ডুকমেন্টেশন কেন্দ্র অটোমেশন

ব্যানবেইস লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রে রক্ষিত সকল পুস্তক ও ডকুমেন্ট অটোমেশন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে বর্তমানে অনলাইনে লাইব্রেরি ও ডকুমেন্টেশন কেন্দ্রের ক্যাটালগ বিশ্বের যে কোন প্রান্ত থেকে অনুসন্ধান করা যায়।

ই-বুক সেন্টার

ব্যানবেইস ডুকমেন্টেশন সেন্টারকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ই-বুক সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। এখন অনলাইনের মাধ্যমে ডকুমেন্টেশন সেন্টারে রক্ষিত ডকুমেন্টগুলো ব্যবহারের সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। নিজস্ব প্রকাশনাসহ পাঁচ শতাধিক পুস্তকের ই-বুক প্রস্তুত করে তা ব্যানবেইস ওয়েবসাইটে ওয়েব এনাবল করা হয়েছে।

ডিজিটাল লাইব্রেরি

Koha-Greenstone Integrated Library Management System এর মাধ্যমে শিক্ষা সেক্টরের ১০টি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানকে ব্যানবেইস সার্ভারের সাথে লিংক প্রদান করা হয়েছে। এর আওতায় বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের গ্রন্থাগার অটোমেশন সম্পন্ন করতে ব্যানবেইস সার্বিক সহযোগিতা করেছে।

প্রকাশনা

প্রতিবছর জাতীয় শিক্ষা জরিপ শেষে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়ে থাকে। ব্যানবেইস শিক্ষাসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বিশ্লেষণধর্মী ও গবেষণামূলক প্রতিবেদন প্রকাশ করে থাকে। এই প্রতিবেদনসমূহ সরকারের শিক্ষা সংক্রান্ত নীতিনির্ধারণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

তথ্য সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ

Training of Head of the Institute on Unified Record Keeping: National Education Survey and Training (NEST) শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, তথ্যের গুণগতমান বৃদ্ধি এবং তথ্যপ্রবাহ দ্রুততর করার জন্য সারাদেশের ১৪,৫০০ জন প্রতিষ্ঠান প্রধানকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

আইসিটি প্রশিক্ষণ

কোরিয়া সরকারের ১.৬ মিলিয়ন ডলার অনুদানে ব্যানবেইসে 'বাংলাদেশ কোরিয়া আইসিটি ট্রেনিং সেন্টার ফর এডুকেশন (বিকেআইটিসিই)' প্রকল্পের আওতায় ৫টি অত্যাধুনিক আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যেখানে একসাথে ১০০ জনকে আইসিটি প্রশিক্ষণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। এ আইসিটি সেন্টারের মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক, কেন্দ্রীয় ও মাঠ পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/সংস্থার অর্থায়নে ৮টি মডিউলে আইসিটি কোর্স পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ পর্যন্ত ৯২১০ জনকে উক্ত ল্যাবসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার

আইসিটিভিত্তিক শিক্ষা ও শিখন পদ্ধতির সম্প্রসারণ ও বাস্তবায়নের জন্য কোরিয়া সরকারের সরল ঋণ সহায়তায় 'উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই)' প্রকল্পের আওতায় ২০১৩ সনে ব্যানবেইসে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিডিয়া সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে; এর মাধ্যমে মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক শিক্ষা উপকরণ প্রণয়ন এবং ই-লার্নিং কার্যক্রম বাস্তবায়নে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে।

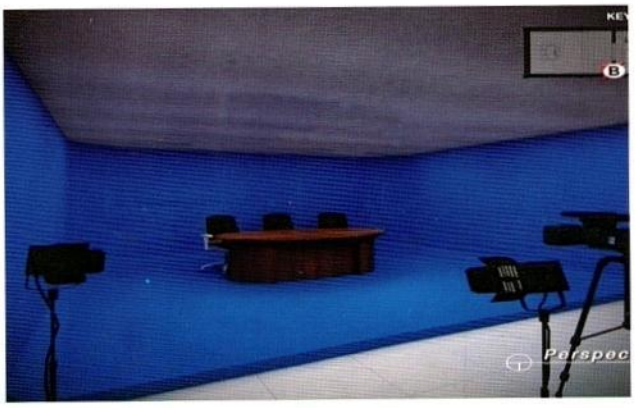

নবনির্মিত মাল্টিমিডিয়া সেন্টার-এর একাংশ

নবনির্মিত মাল্টিমিডিয়া সেন্টার-এর একাংশ

উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন

কোরিয়া সরকারের EDCF-এর আওতায় কোরিয়া এক্সিম ব্যাংক থেকে ৪০ বছর মেয়াদে (১৫ বছর গ্রেস পিরিয়ডসহ) ০.০১% হার সুদে ৩৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সরল ঋণ সহায়তায় ১২৫টি উপজেলায় আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার ফর এডুকেশন (ইউআইটিআরসিই) স্থাপন করা হয়েছে।

উপজেলা আইসিটি ট্রেনিং এন্ড রিসোর্স সেন্টার

উক্ত প্রকল্পের আওতায় নির্মিত দোতলা ভবনে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস, ২৪টি কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াসহ একটি পিসি ল্যাব, ৫টি কম্পিউটার বিশিষ্ট একটি সাইবার সেন্টার এবং ১টি সার্ভারসহ লোকাল ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন [Bangladesh National Commission for UNESCO (BNCU)]

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান। সংশ্লিষ্ট সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তির মধ্যে লিয়াজোঁ স্থাপন এবং ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন (বিএনসিইউ) সক্রিয় ভূমিকা পালন করে থাকে।

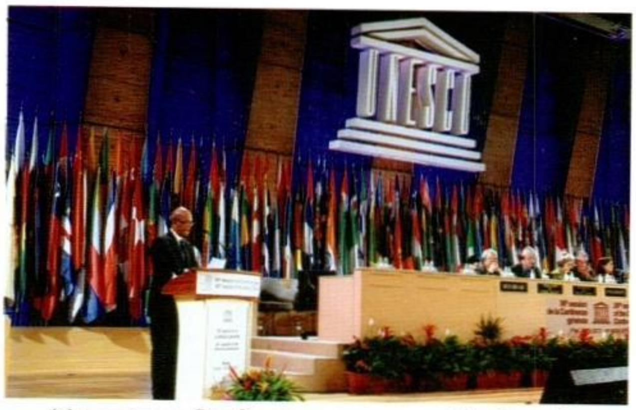

ইউনেস্কোর একটি অধিবেশনে ভাষণ দেন মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

কার্যাবলি

- ইউনেস্কো-র কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানব সম্পদ উন্নয়ন ও মানবকল্যাণে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবদান রাখা;
- ইউনেস্কো সনদে বর্ণিত বিষয়ে বাংলাদেশ সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান;
- শিক্ষা, প্রাকৃতিক এবং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ, সংস্কৃতি, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং মানবসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উন্নয়ন সহযোগীদের কাছ হতে তহবিল সংগ্রহ;
- ইউনেস্কোর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাংলাদেশের সকল নাগরিকের মধ্যে প্রচারের ব্যবস্থা করা। সভা, সেমিনার, কর্মশালা, সিম্পোজিয়াম, র‍্যালি ইত্যাদির আয়োজন, প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ উদযাপন।
- ওআইসির সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে আইসেস্কোর কার্যক্রমে অংশগ্রহণ এবং সরকার ও বিভিন্ন সংস্থার সাথে লিয়াঁজো স্থাপন; এছাড়াও আইসেস্কোর সাথে যৌথভাবে বিভিন্ন সভা, সেমিনার, ওয়ার্কশপ ইত্যাদির আয়োজন করছে।

বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন সম্পাদিত কার্যাবলি ও অর্জন

- বাংলাদেশ ২০০৯-২০১৩ মেয়াদের জন্য ইউনেস্কোর নির্বাহী বোর্ডের সদস্য নির্বাচিত হয়। এর ফলে বাংলাদেশের সাথে ইউনেস্কোর সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়েছে।
- ২০০৯ ও ২০১০ সনে বিএনসিইউ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথ উদ্যোগে আইসেস্কোর সহযোগিতায় দু-টি আন্তর্জাতিক আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপ আয়োজন করে। মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ জিল্লুর রহমান ১ম সম্মেলনটি উদ্বোধন করেন। এতে ২২ টি দেশের শতাধিক বরেণ্য ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেন।

আন্তঃধর্ম ও আন্তঃসংস্কৃতি সংলাপে অংশগ্রহণকারীদের সঙ্গে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা সচিব

- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০০৯ সনের ২১-২৩ জুলাই 'Regional Workshop in the Field of Literacy Computer Programs' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশসহ তিনটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৩ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কম্পিউটার ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষক্রমের উন্নয়ন কীভাবে করা যায় এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়েও আলোচনা হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০০৯ সনের ২৬-২৮ মে 'National Training Session in the Field of Vocational and Technical Training শীর্ষক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রশিক্ষণে বাংলাদেশের পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট, স্কুল ও কলেজের ত্রিশ জন ইন্সট্রাক্টর এবং শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণটি TVET (Technical and

Vocational Education and Training) এর তথ্যবহুল শিক্ষাক্রম সম্পর্কে এবং টেকনিক্যাল বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দক্ষতা বাড়াতে সক্ষম হয়; যারা দক্ষ মানবসম্পদ গড়তে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন।

- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০০৯ সনের ১২-১৪ জানুয়ারি 'Sub-Regional Quranic Meeting of the Heads of Quran Memorization Institutes and Teachers of the Holy Quran' শীর্ষক এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বাংলাদেশের সরকারি বেসরকারি বিভিন্ন মাদরাসা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষক এবং অন্যান্য পর্যায়ের মোট ২০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিটি প্রোগ্রামের জন্য আইসেস্কো ৩০০০ (তিন হাজার) ইউএস ডলার ফান্ড প্রদান করে।
- ২০১০ সনের ১২-১৪ জুলাই আইসেস্কোর ৩১তম নির্বাহী পরিষদের সভায় বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।
- ২০১০ সনের ১ ডিসেম্বরে ইউনেস্কো ঢাকা অফিসের পৃষ্ঠপোষকতায় বিএনসিইউ World AIDS Day ২০১০ উপলক্ষে র‍্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করে। এ সভার উদ্দেশ্য ছিল- যুবসমাজকে এইচআইভি সম্পর্কে সচেতন করা এবং এর কুফল ও প্রতিকার সম্পর্কে অবগত করা।
- ২০১০ সনের ১৩-১৫ ডিসেম্বর 'Sub-Regional Workshop on the incorporation of environmental education in the educational curriculum for primary and secondary levels and revision of textbooks' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি-বিদেশি ১৫ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।
- ২০১০ সনের ০৫-১২ ডিসেম্বর 'Education for International Understanding (EIU) Photo Class ২০১২ প্রোগ্রামের আয়োজন করে। এ প্রোগ্রামে কোরিয়া থেকে আসা একটি প্রতিনিধি দল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের EIU-এর উপর ছবি তোলা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।
- ২০১১ সনের ১৫-১৭ নভেম্বর 'Regional Workshop on Introducing New Trends in Science Curricula and Teaching Materials' শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ কর্মশালায় স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৭ জন (২ জন বিদেশি প্রতিনিধিসহ) শিক্ষক ও কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১১ সনের ২৭-২৯ ডিসেম্বর 'Sub-regional Experts Meeting on Poverty Eradication in Developing Countries Reinforce the capacities in poverty eradication policies and programme শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের দেশি-বিদেশি ২৬ জন কর্মকর্তা এতে অংশগ্রহণ করেন।
- এবং ২০১১ সনের ১৩-১৫ জুন আইসেস্কোর ৩২তম নির্বাহী পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১২ সনের ২০-২২ নভেম্বর 'Training Course on Preliminary Aids and Relief for Disaster prone Region' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠিত হয় যেখানে বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ২৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। দুর্যোগ মোকাবিলায় করণীয় সম্পর্কে এবং বিভিন্ন দেশের গৃহীত পদক্ষেপসমূহের অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়।
- আইসেস্কো ঢাকাকে ২০১২ সনের জন্য 'Dhaka the Capital of Islamic Culture 2012' ঘোষণা করে।
- ২০১২ সনের ৯-১১মে ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা 'Cultural Diversity Ministerial Forum of the Asia-Pacific Region, শীর্ষক ফোরামে অংশগ্রহণ উপলক্ষে বাংলাদেশ সফর করেন। এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের ৩৩টি রাষ্ট্র হতে ১৮ জন মন্ত্রী পর্যায়ের শীর্ষ কর্মকর্তাসহ প্রতিনিধি দল অংশগ্রহণ করে। সংস্কৃতি ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে এ অঞ্চলে ভবিষ্যতে আরও সহযোগিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঢাকা ঘোষণা গ্রহণ করা হয়।
- UNESCO দ্বিবর্ষভিত্তিক participation program এর আওতায় সদস্য রাষ্ট্রের নিকট হতে প্রকল্প প্রস্তাব আহবান করে। ২০১২-১৩ অর্থ-বছরে বাংলাদেশ ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন, বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়; প্রাণরসায়ন ও অণুপ্রাণবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; Traditional Photo Gallery (TPG), Bangladesh এবং রূপান্তর, খুলনার মাধ্যমে ১২৮,২০০.০০ (ইউ এস ডলার)-এর প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে।
- UNESCO-ISESCO কর্তৃক ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ, আহসানিয়া মিশন, ইউনেস্কো কমিশন বাংলাদেশ, বিসিএসআইআর-এর ছয়জন গবেষককে ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। গবেষকগণ অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দ্বারা পেশাগত ক্ষেত্রে ও দেশের উন্নয়নে আরও বেশি অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।
- ২০১৩ সনের ৩০ মার্চ থেকে ২ এপ্রিল UNESCO-এর সহযোগিতায় সাভারের লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে 'Regional Training Workshop for the Officials of National Commissions of the Asia-Pacific Region' শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশসহ চৌদ্দটি দেশের ইউনেস্কো জাতীয় কমিশনের ১৮ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বিএনসিইউর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বাংলাদেশ ২০১৩ সনে ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার অর্জন করে (ঢাকা আহসানিয়া মিশন)।
- ২০১৩ সনের ১৬ মে 'Participation in celebrating launch of the EFAGMR 2012' শীর্ষক প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। এ প্রোগ্রামে বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তা, Save the Children এর কান্ট্রি ডিরেক্টরসহ ১০০ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- বিএনসিইউ-লাইব্রেরির অটোমেশন ও কনফারেন্স কক্ষের সাউন্ড সিস্টেম আধুনিকীকরণের কার্যক্রম গৃহীত হয়।
- আইসেস্কোর সহযোগিতায় ২০১৩ সনের ১৪-১৭ জুলাই 'Regional Meeting on Successful Experiences and Best Practices in Literacy and Non-Formal Education' শীর্ষক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বাংলাদেশসহ চারটি দেশের বিভিন্ন পর্যায়ের ১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।
- ২০০৯ সন পর্যন্ত ইউনেস্কোর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের তালিকায় (Intangible Cultural Heritage List) মাত্র 'বাউল সঙ্গীত' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকায় (World Cultural & Natural List) নতুন আইটেম সংযোজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের সাথে একযোগে কাজ করে যাচ্ছে।
- ২০১৩ সনের ২-৭ ডিসেম্বর আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত Inter Governmental Committee for Intangible Cultural Heritage (ICH) এর প্রতিনিধিত্বমূলক তালিকায় বাংলাদেশের পক্ষে Traditional Art of Jamdani Weaving কে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
[International Mother Language Institute (IMLI)]

২০০১ সনের ৫ মার্চ তারিখে সেগুন বাগিচায় শহিদ ক্যাপ্টেন মনসুর আলী সরণিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এবং ২০১০ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি নবনির্মিত ইনস্টিটিউট ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন। বাংলা ভাষা বাংলাদেশের অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষাসহ বিভিন্ন ভাষা বিষয়ে গবেষণা, ভাষা সংরক্ষণ ও প্রসারের জন্য এ ইনস্টিটিউট কাজ করে যাচ্ছে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এ বিষয়ে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিচালনা;

- বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা-আন্দোলন বিষয়ে গবেষণা ও ইউনেস্কোর সদস্য দেশসমূহের মধ্যে এ সংক্রান্ত ইতিহাস প্রচার;
- বাংলা ভাষার উন্নয়নে গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গ্রহণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণা-জার্নাল প্রকাশনা, সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন;
- ভাষা বিষয়ে গবেষণার জন্য দেশি ও বিদেশিদের ফেলোশিপ প্রদান;
- বিভিন্ন ভাষা ও বর্ণমালার জন্য একটি আর্কাইভ নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- ভাষা বিষয়ে জাদুঘর নির্মাণ, সংরক্ষণ ও পরিচালনা;
- আন্তর্জাতিক মানের লাইব্রেরি ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনা;
- বাংলাসহ পৃথিবীর সকল ভাষার বিবর্তন বিষয়ক গবেষণা;
- অন্যান্য রাষ্ট্র , দেশি বা বিদেশি প্রতিষ্ঠান বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা বিষয়ে যোগাযোগ স্থাপন;
- পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার ইতিহাস, নমুনা ও তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপন প্রকল্প (১ম পর্যায়) -এর আওতায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটউট এর ৩য় তলা পর্যন্ত ভবন নির্মাণ কাজ আংশিক সম্পন্ন হয়েছে। এবং ৫৪.৭৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইনস্টিটিউটের ২য় পর্যায়ের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন

প্রতি বছরের ন্যায় মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ অত্যন্ত মর্যাদার সাথে উদযাপন করা হয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৩ সনের ২১ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠানমালার শুভ উদ্বোধন করেন।

মহান শহিদ ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ অনুষ্ঠান মালার উদ্বোধন করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

ওয়েবসাইট তৈরি ও উদ্বোধন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কার্যক্রম পৃথিবীর মানুষের কাছে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে ইনস্টিটিউটের একটি ওয়েবসাইট (www.imli.gov.bd) তৈরি করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ওয়েবসাইটটি উদ্বোধন করেন। এ ওয়েবসাইটে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ইতিহাস, দায়িত্ব ও উদ্দেশ্যসহ গৃহীত সকল কার্যক্রমের সম্পূর্ণ তথ্য, যেমন– ভাষা জাদুঘরে প্রদর্শিত বিভিন্ন দেশের ভাষা-বৈচিত্র্য, ভাষা শহিদদের তথ্য ও ছবি, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট আইন, বাংলাদেশের ভাষাসমূহের পরিচিতি ইত্যাদি। এছাড়াও এতে রয়েছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থ ও স্মরণিকাসমূহের বিভিন্ন সংস্করণ।

ভাষা জাদুঘর সমৃদ্ধকরণ

ভাষা জাদুঘরে ভাষা-আন্দোলনের দুর্লভ ছবি, ভাষা-শহিদদের ছবি, জাতিসংঘে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাংলা ভাষায় প্রদত্ত ভাষণের আলোকচিত্র, ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের আলোকচিত্র, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাংলা একাডেমিতে প্রদত্ত বঙ্গবন্ধুর ভাষণ, ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতির ঘোষণাপত্র, ভাষাগোষ্ঠীর ঐতিহাসিক বিবর্তনের চিত্র, বিভিন্ন ভাষার লিপির নিদর্শন, এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহ এবং অস্ট্রেলিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৭০টি দেশের ভাষা-বৈচিত্র্যসহ নানা সাংস্কৃতিক পরিচয় এ ভাষা জাদুঘরে সংরক্ষণ ও পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী

বিদেশি অতিথিদের পরিদর্শন

২০১২ সনের ১৫ জুলাই আইসেসকো মহাপরিচালক ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজিরি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন। এরপর ২০১২ সনের ০৪ আগস্ট ইউনেস্কোর উপমহাপরিচালক বেতাচিউ এনগিদা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করেন।

ড. আবদুল আজিজ ওতমান আল তোয়াইজরি ভাষা জাদুঘর পরিদর্শন করছেন

ইউনেস্কোর মহাপরিচালক মিস ইরিনা বোকোভা ২০১২ সনের ১১ মে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করেন

ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে বাংলা, ইংরেজি, আরবি, স্প্যানিশ, চীনা, ফরাশি, হিন্দি, ওড়িয়া, গ্রিক, জাপানি, বুলগেরীয় ইত্যাদি ভাষার মোট ২০টি ক্যালিগ্রাফি প্রদর্শিত হয়।

প্রাচীন লিখন-বিধি প্রদর্শনী

সিন্ধু সভ্যতার হরপ্পা লিপি, সুমেরীয় লিপি, মায়া লিপি, মিশরীয় লিপিসহ ৮টি ভাষার প্রাচীন লিখন-বিধির প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

তিন দিনব্যাপি সেমিনার

অমর একুশে ফেব্রুয়ারি ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট ৩ দিনব্যাপী সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে মোট ৮ টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। এতে অংশগ্রহণ করেন বিশিষ্ট গবেষক, ভাষাবিজ্ঞানী, কবি, নৃ-বিজ্ঞানী, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীবৃন্দ। এছাড়াও ২০১৩ সনের আগস্ট, ও সেপ্টেম্বর মাসে ভাষা-বিষয়ক দু-টি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেমিনার দু-টির বিষয় ছিল যথাক্রমে 'সাম্প্রতিক বাংলা নাটকে প্রমিত বাংলা ভাষার চর্চা' এবং 'চট্টগ্রামের উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব'। সেমিনারগুলোতে দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষক, গবেষক ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেন।

সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩ উদযাপন উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের সভাকক্ষে সাউন্ড সিস্টেম স্থাপন করা হয়।

নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা কর্মশালা

বাংলাদেশের বিভিন্ন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনার উদ্দেশ্যে প্রথম পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর উদ্যোগে মৌলভীবাজার জেলায় একাধিক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। সর্বশেষ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় ২০১৩ সনের ১২ জানুয়ারি। কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-পরিচিতি: মৌলভীবাজার জেলা, নামে গবেষণা পুস্তক প্রকাশ করা হয়েছে।

মৌলভীবাজার জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা বিষয়ক কর্মশালা ২০১৩

ভারতের সহযোগিতার জন্য প্রস্তাব প্রেরণ

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের কাজে ভারতের সাথে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার জন্য ২০১৩ সনের ১৩ এপ্রিল বিষয়, ক্ষেত্র এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করে খসড়া ব্যাখ্যা প্রস্তুত করা হয়েছে।

প্রকাশনা

- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠার পটভূমি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংবলিত ইংরেজি ভাষায় Brochure প্রকাশ করা হয়েছে।
- অমর একুশে উদযাপন ২০১৩ উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০১৩' শীর্ষক স্মরণিকা প্রকাশ করে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধগুলি নিয়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট থেকে *ভাষা ও ভাষা-প্রসঙ্গ* গ্রন্থ প্রকাশ করা হয়েছে।
- আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট বিভিন্ন সময়ে গৃহীত কার্যক্রমকে তুলে ধরে গত ২০১৩ সনের মার্চ মাসে মাতৃভাষা বার্তা নামে একটি নিউজলেটার প্রকাশ করছে। 'মাতৃভাষা বার্তা'র কপি সকল মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সংশ্লিষ্ট বিভাগের চেয়ারম্যান, সকল শিক্ষাবোর্ড ও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানের প্রধান, সকল জেলা প্রশাসক, বিভিন্ন কলেজের অধ্যক্ষ, ঢাকাস্থ সরকারি স্কুলের প্রধান শিক্ষক, সকল দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করা হয়। তা ছাড়া বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য 'মাতৃভাষা বার্তা'র পর্যাপ্ত সংখ্যক কপি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি [National Academy for Computer Training & Research)]

জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি (নেকটার) কম্পিউটারে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টিসহ এ বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। কম্পিউটার বিষয়ে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা, আধুনিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানচর্চা ও পঠন-পাঠনের সুযোগ সৃষ্টি করাই প্রতিষ্ঠানটির মূল লক্ষ্য। জাতীয় কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ও গবেষণা একাডেমি চাহিদার ভিত্তিতে দেশের সরকারি, বেসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সফটওয়্যার (Software) উন্নয়ন, নেটওয়ার্ক স্থাপন ও ই-গভর্নেন্স সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করা ছাড়াও নিম্নে বর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করেছে :

- আধুনিক কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে উচ্চশিক্ষা, ডিপ্লোমা প্রদান ও গবেষণা পরিচালনার মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন:
- আধুনিক কম্পিউটার ও তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা;
- জাতীয় উন্নয়নের তাগিদে আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের তাগিদে আধুনিক কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং প্রশিক্ষণের কাঠামো নির্ধারণ, পরিচালনা এবং মূল্যায়ন;
- শিক্ষা পাঠ্যক্রম সংগঠন ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবসায় শিক্ষা ও তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়ন, মূল্যায়ন, বাস্তবায়ন ও গবেষকদের জন্য প্রশিক্ষণ কোর্স প্রবর্তন, পরিচালনা এবং এসব সংক্রান্ত বিষয়ের ওয়ার্কশপ, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম ও রিফ্রেশার কোর্সের আয়োজন করা হয়েছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য আইসিটি বিষয়ে এ প্রতিষ্ঠানের সাফল্য

- ইন্টারনেটের ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া হয়েছে;
- পূর্ণাঙ্গ ওয়েবসাইট উন্নয়ন করা হয়েছে;
- ওয়েবসাইটে প্রশিক্ষণার্থীদের ডাটাবেজ সংযোজন করা হয়েছে এবং কম্পিউটার প্রশিক্ষণার্থীদের ফলাফল অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে;
- অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন, ফরম পূরণসহ ভর্তির কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে:
- আইসিটি প্রশিক্ষণকে আরো ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে কম্পিউটার ল্যাবগুলোকে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির মাধ্যমে সুসজ্জিত করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ড
(Non Government Teacher Employee Retirement Benefit Board)

বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরভাতা সুষ্ঠুভাবে প্রদানের সুবিধার্থে এ বোর্ড কাজ করে যাচ্ছে। বোর্ডের কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছ ও গতিশীল করার জন্য অবসর সুবিধার আবেদন অনলাইনে গ্রহণ করা হচ্ছে। ২০১২ সনের ৬ মার্চ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনলাইন সিস্টেম উদ্বোধন করেন। ২৯,৪৭৯(উনত্রিশ হাজার চারশত উনআশি) টি আবেদনের বিপরীতে ১,৬৬৪,১০,৭৪,০৯২.০০ (এক হাজার ছয়শত চৌষট্টি কোটি দশ লক্ষ চুয়াত্তর হাজার বিরানব্বই) টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট
(Non Government Teacher-Employee Welfare Trust)

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক কর্মচারীদের কল্যাণ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে শিক্ষক ও কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কাজ করে। বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীর কাছ থেকে আবেদনপত্র গ্রহণ এবং নীতিমালা অনুযায়ী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আবেদনের নিষ্পত্তি ও আবেদনকারীর প্রাপ্য অর্থ ট্রাস্ট থেকে প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল সেবার উদ্বোধন

২০১২ সনের ৬ মার্চ কল্যাণ ট্রাস্টের ডিজিটাল সেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ৬ জন শিক্ষককে আনুষ্ঠানিকভাবে ডিজিটাল সিস্টেমে কল্যাণ সুবিধার টাকা প্রদানের মধ্য দিয়ে এ সেবা উদ্বোধন করেন।

- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০০৯ হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত ৫৩২৫০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা বাবদ ৭২৩ কোটি টাকা প্রদান করা হয়।
- বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্টের গত ৫ বছরে বিশেষ ব্যবস্থায় মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ' ও হজ্বযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীদের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ১৯২১ জন মুক্তিযোদ্ধা শিক্ষক কর্মচারীকে ৩৯ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়।

- অসুস্থ, প্রয়াত ও কন্যাদায়গ্রস্ত ৩১৮০ জন শিক্ষক কর্মচারীকে কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয় ৫৯ কোটি টাকা।
- ২৭৯৪ জন হজ্বযাত্রী শিক্ষক কর্মচারীকে ৬৩ কোটি টাকা কল্যাণ সুবিধা প্রদান করা হয়। এ ছাড়াও অবসরপ্রাপ্ত, মুক্তিযোদ্ধা, অসুস্থ, মৃত, কন্যাদায়গ্রস্ত ও অসহায় শত শত শিক্ষক- কর্মচারীদের মানবিক আবেদনে সাড়া দিয়ে অতি অল্প সময়ে এমনকি কয়েক ঘন্টার মধ্যে শিক্ষক কর্মচারীদের হাতে কল্যাণ সুবিধার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন জেলার প্রত্যন্ত অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে, ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষক কর্মচারীদের বাড়ি ও হাসপাতালের বেডে গিয়েও তাঁদের হাতে কল্যাণ সুবিধার চেক পৌছে দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় : প্রকাশনা

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসগুলো অতীব গুরুত্বের সাথে পালন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা পরিবারের অনেক সদস্য সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায় নিয়োজিত আছেন। এ ধরনের সৃজনশীলতাকে অনুপ্রাণিত করতে বিভিন্ন দিবসে সাময়িকী, পত্রিকা, ফোল্ডার প্রকাশনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। প্রকাশিত সাময়িকীতে দেশের খ্যাতনামা লেখক, কবি ও গবেষকদের লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে।

- মহান বিজয় দিবস ২০১২ উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'বিজয়ে সৃজনে উৎসবে'।
- ২০১১-২০১২ এবং ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন কার্যক্রম বিবরণ সম্বলিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

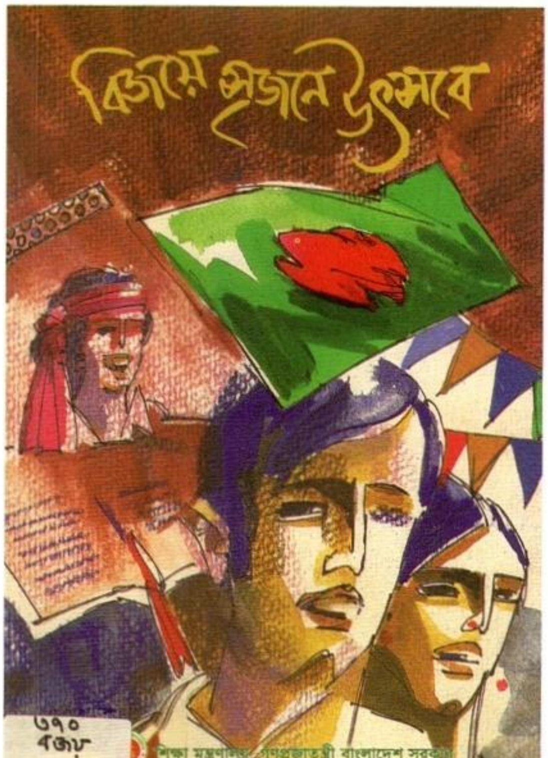

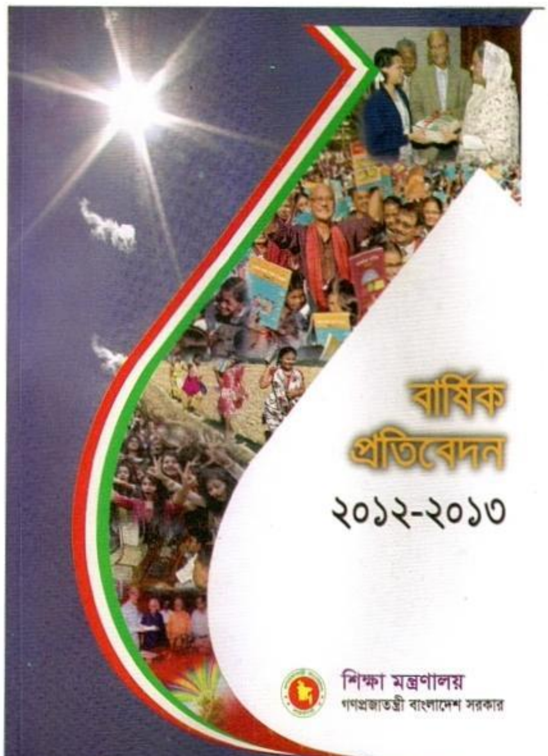

শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার